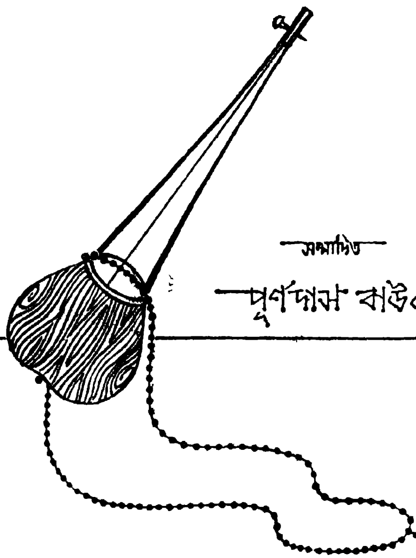
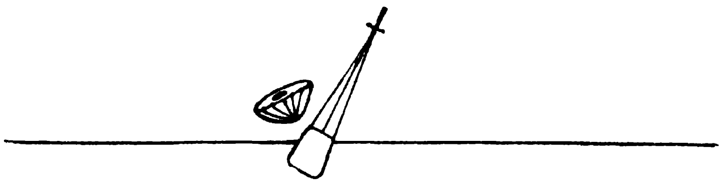


সম্পাদিত

পূর্ণদাস বাউল

বৃহৎ বাউল সঙ্গীত



পরিবেশক :

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী

১৩২, ক্যানিং ষ্ট্রীট (দ্বিতল)

[বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড]

কলিকাতা-১

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৫৫

মুদ্রক :

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

শ্রীহরি প্রেস

১৩৫এ. মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭

PURNA DASS BAUL

FOLK SINGER OF BENGAL

Baul Samrat, Baul Kirtanratnakar, Baul Sagar,
Baul Mani, Lokaragasree

ভূমিকা

বাউল সংগীতের ভূমিকা লেখা, এ এক রকম দুরূহ দায়িত্ব। বিশেষ করে আমি নিজে একজন বাউল হ'য়ে বাউল সম্বন্ধে যাই লিখি না কেন, তা বাংলার প্রাচীন সাংস্কৃতির এক অবহেলিত সম্প্রদায়ের কান্না হ'য়েই বেরোবে। 'বাউল সংগীত' পুস্তকাকারে প্রকাশের প্রচেষ্টা প্রকাশকের মহৎ প্রচেষ্টা, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ প্রাচীনকালে সমাজের অবচেতনতায় বাউলদের মনে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, বর্তমান সচেতন সমাজের প্রচেষ্টায় তাতে কিছুটা শান্তির প্রলেপ পড়বে তা আমি নিজেই উপলব্ধি করছি।

বাউলের জাত নেই। বাউল সাধনার সহজ মাধ্যম সংগীত। সহজ প্রক্রিয়ায় বাউলরা সাধনা করে, তাই এই সাধনার নাম সহজিয়া সাধনা। এ ধর্মে মুসলমানও আছে হিন্দুও আছে, কিন্তু তারা নিজের নিজের ধর্মের স্বাতন্ত্র ভুলে গিয়ে বাউল হয়েই আছেন।

বাউল সংগীত-প্রেমিক মহলে এই বাউল গানের পুস্তকখানি নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে, কারণ বাউল সাধনা প্রেমের সাধনা, তারা মানুষের মধ্যেই তাদের মনের মানুষকে খোঁজে। তাদের এ প্রেম মানুষের জন্যই, দেবতার জন্য নয়।

পূর্ণ দাস বাউল।



শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সহ সস্ত্রীক পূর্ণ দাস বাউল।



কাজী নজরুল ইসলাম ও শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সহ
সস্ত্রীক পূর্ণ দাস বাউল।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
(আমার) প্রেম করা হইল না	৩০
আমারে পাগল করে সে জন পালায়	৩২
আমি আমি করিস রে মন	৩৪
আমি একদিনও না দেখলাম তারে	৩৫
আমি কোথায় পাবো তারে	৩৬
আমি কি সন্ধানে যাই সেখানে	৩৮
আমি বুঝতে নারি ভেবে মরি ঘটল একি	৩৯
আমি তোমার চরণ দাসী হব	৪০
আমি মজেছি মনে	৪১
আমি মেলুম না নয়ন	৪২
আর কেন মন ভ্রমিছ বাহিরে	৪৩
আয় কে যাবি ওপারে	৪৪
আশা করি বান্দিলাম বাসা	৪৫
আসবো না আর ভবের বাজারে	৪৬
আসিয়ে কিনিতে সোনা কিনলি কি না	৪৭
এ বড় আজব কুদরতি	৪৮
এই মানুষে সেই মানুষ আছে	৪৯
এক ফুলে চার রঙ ধরেছে	৫০
এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে	৫১
একবার অনুরাগ যার মনে উদয় হয়	৫২
এসেছে এক নবীন আইন নদীয়াতে	৫৪
ও গুণী কওনা শুনি	৫৫
ওগো রাই সাগরে নামলো শ্যামরায়	৫৬
ও মন যে যা বোঝে সেইরূপ সে হয়	৫৭
ওগো সুখের ধান ভানা	৫৮

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

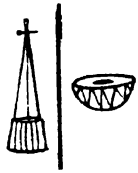
সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

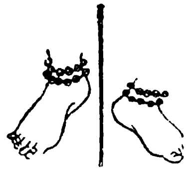
সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

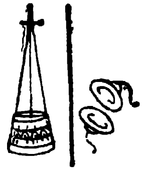
॥ সূচীপত্র সমাপ্ত ॥



অনুরাগ বিহনে সে মানুষ না যায় ধরা।
দেখ সাধ্যসাধনা, কৃষ্ণভজন, করেছে রসিক যারা॥
যে জন অনুরাগী হয়, রাগে ডুবে রয়,
রাগ ধরে সে রাগী জনা, রাগের কথা কয়,
মনের অনুরাগে ফেরে সদা ঠিক রেখে নয়ন-তাবা॥
অনুরাগে যুত কষে রয়েছে বসে
আজব লীলা দেখতে পায় সে এক ঠাঁই বসে।
যত কাম-কামনা দূর করিয়ে হয় যেন জ্যান্তে মরা॥
ওসে অধরের গোরা, যোগে যায় ধরা।
যোগ ফুরালে নিত্য মানুষ হবিরে হারা।
ও সে যোগের ঘাটে থাকলে বসে, তবে হয় করম সারা॥
গোঁসাই মদন কয় হেসে, কঠিন কথা সে,
অধর ধরা জ্যান্তে মরা হ'তে হয় শেষে,
ওরে চণ্ডী ভেড়ো, করগে দৃঢ়, স্বরূপে বিশ্বাস করা॥



অন্তিম কালের কালে ওকি হয় না জানি।
কি মায়াঘোরে কাটালাম হারে দিনমণি ॥
এনেছিলাম বসে খেলাম,
উপার্জন কৈ কি করিলাম,
নিকাশের বেলা খাটবে না ভোলা
এলো বাণী ॥
জেনে শুনে সোনা ফেলে,
মন মজালাম রাঙ পিতলে,
এ লাজের কথা বলিব কোথা
আর এখনি ॥
ঠকে গেলাম কাজে কাজে,
ঘিরিল তনু পঞ্চাশে,
লালন বলে, মন কি হবে এখন
বলরে শুনি ॥



অমর্তেব এক ব্যাধের বেটা হাওয়ায় এসে ফাঁদ পেতেছে ।

বলবো কি ফাঁদের কথা—

কাক মারিতে কামান পাতা,

ব্রহ্মা বিষ্ণু নব নারায়ণ সেই ফাঁদে ধরা পড়েছে ॥

পাতিয়ে ফাঁদের চুয়া,

সে ব্যাধ বেটা দিচ্ছে খেয়া

লোভের চার খাটিয়ে ।

চার খাবাব আশে

পড়ে সেই বিষম পাশে

কত লোভী কামী, মারা যেতেছে ॥

জ্যান্তে মরে খেলে যারা

ফাঁদ ছিঁড়িয়ে যাবে তারা

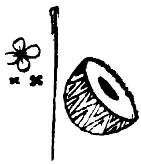
সিরাজ সাঁই কয়, ওরে লালন,

মনে রাখিস আসল বচন—

জন্মমৃত্যুর ফাঁদ তুই এড়াবি কিসে ॥



আই হারালি আমবাতি না মেনে।
ও তোর হয় না সবুর একদিনে॥
একে আমবাতি বার,
মাটি রসে সরোবর,
মাটি রসে সরোবর
সাধু গুরু বোষ্টম তিনে
উদয় সে রসের সনে॥
তুই খোতনা চাষা ভাই,
ও তোর জ্ঞান কিছুই নাই,
এবার অমাবস্যে প্রতিপদে
হাল বয়ে কাল হও কেনে॥
যে জন রসিক চাষা হয়
ও সে যোগ বুঝে হাল বয়,
রে সে যোগ বুঝে হাল বয়,
লালন ফকির পায় না ফিকির
হাপুর হুপুর ভুঁই বোনে॥



আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে

এবার দয়াল ফুটেছে আখীর।

আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখি

দয়াল আমার সম্মুখে হাজির

রে সম্মুখে হাজির ॥

ফুল ঝরে, পাখী উড়ে, পাতায় শিশির,

গলে রে রোদের তাপে আলোক নিশির,

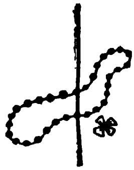
দয়াল আলোক সমীর।

তাই ভেবে কান্দে ঈশান, যাতনা গভীর,

বড় যাতনা গভীর ॥

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে
দেখনা রে মন ভেয়ে।
দেশ-দেশান্তরে দৌড়ে এবার
মরছো কেন হাঁফিয়ে ॥
করে অতি আজব হক্কা
গড়েছে এই মানুষ মক্কা
কুদরতি নূর দিয়ে।
ও তার চার দ্বারে চার নূরের ইমাম
মধ্যে সাঁই বসিয়ে ॥
তিল-প্রমাণ জায়গার ভিতর
বানিয়েছে সাঁই উর্ধ্ব শহর
এই মানুষ মক্কায়ে।
কত লাখ লাখ হাজী করেছে রে হজ
সেই জায়গায় বসিয়ে ॥

মানুষ-মক্কা কুদরতি কাজ
উঠছে রে আজগুবি আওয়াজ
সাত তলা ভেদিয়ে।
শতদল সহস্রদলে আছে আনন্দিত হয়ে॥
আছে সিং দরজা দশ দুয়ারী,
এ-নাম নিদ্রা-ত্যাগ হয়ে নূরী
মানুষ-মক্কা মুরশিদ-পদে
ডুবে দেখ গা ধাক্কা সামলিয়ে।
সাঁই লালন বলে, গুপ্ত মক্কা আদি ইমাম সেই মিঞে।



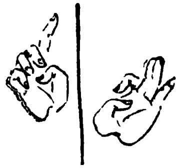
আপন জুতে না পাকিলে কি, গাছ-পাকা ফল মিঠা হয়।
কিলিয়ে পাকালে কাঁঠাল, সুমিষ্ট সে কভু নয়॥

কতক গেল ঝড়ে পড়ে, কতক গেল রৌদ্রে পুড়ে,
কতক গেল শিলে ঝরে, দুই একটা তো রয়ে যায়॥

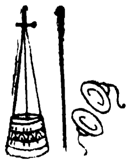
যে ফল গাছে থেকে পাকে,
বিপদ নাই তার কোন পাকে।
ঝড় ঝটিকা নাহি লাগে, গুরুকৃপা তারেই কয়॥

গুরু-সেবায় লাগবে বলে, ধাক্কাধাক্কি কতই খেলে,
তেমনি মত থেকে গেলে, গুরু শিষ্য পরিচয়॥

গোঁসাই গুরুচাঁদে ভণে, সাধন বিহীন ঘটলে কেনে
চণ্ডী, ভেবে দেখ মনে, ঠিকের ঘরে চুরি যায়॥



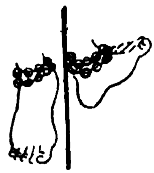
আছে দীন দুনিয়ার অচিন মানুষ একজনা।
কাজের বেলায় পরশমণি আর সময় কেউ চেনে না॥
নবী আলী এই দু'জনে
কলমা-দাতা দল আরফিনে
বে-কলমায় যে অধীন জনে
পীরের পীর হয় চেন না॥
যে দিন সাঁই নরাকারে
ভাসলেন একা একেশ্বরে
সেই অচিন মানুষ তারে
দোসর হ'ল ততখানা॥
কেউ তারে জেনেছে দড়
খোদার ছোট নবীর বড়
লালন বলে নড়চড়
সে নইলে কুল পাবা না॥



আছে মানুষ মানুষেতে,
যে পাবে মানুষ দেখিতে চিনিতে।
মান-হুঁশ হয়ে মানুষ লয়ে
ফিরছেন সদাই তিনি হুঁশেতে ॥
মানুষেতে মানুষ আছে,
মানুষ নাচায়, মানুষই নাচে,
মানুষ যায় মানুষের কাছে
মানুষ হইতে ॥
মানুষ বাঁকা, মানুষ সোজা
মানুষ ভূত আর মানুষ ওঝা,
মানুষ রাজা, মানুষ প্রজা
মানুষকে পূজিতে ॥

মানুষ ধার্মিক, মানুষই দস্যু
মানুষই মানুষের পোষ্য,
মানুষ গুরু, মানুষই শিষ্য
দৃশ্য হয় সূক্ষ্মেতে ॥
মানুষ ইতর, মানুষই ভদ্র,
মানুষ নরক, আর মানুষই শুদ্ধ
মানুষ মুক্ত, আর মানুষই বদ্ধ
মানুষের মায়াতে ॥
মানুষ চণ্ডাল, মানুষই দয়াল,
কেউ মনিব, কেউ মুনিষ-বাগাল,
মানুষ হয়ে নন্দের দুলাল
এসেছেন ঐ নদীয়াতে ॥
নারায়ণ মানুষ রূপ ধরে
নর-নারায়ণ হন দ্বাপরে,
যুগে যুগে অবতার তিনি
এই মানুষ রূপেতে ॥

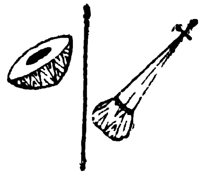
মানুষ ডোবে, মানুষ ভাসে
মানুষ কাঁদে, মানুষ হাসে,
মানুষ যায়, মানুষ আসে
কেবল কর্ম প্রকাশিতে ॥
যদি মানুষ হ'তে খোঁজ
তবে মানুষ, মানুষ ভজ,
ক্ষ্যাপা নিত্য বলে নিত্য পূজ,
এই মানুষের চরণেতে ॥



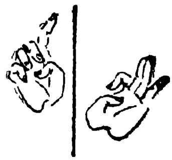
আছে যার মনের মানুষ, মনে সেকি জপে মালা।
অতি নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা॥
কাছে রয়ে ডাকে তারে উচ্চস্বরে কোন পাগলা।
ওরে যে যা বোঝে, তাই সে বুঝে থাক রে ভোলা
যথা যার ব্যথা নেহাৎ সেইখানে হাত ডলামলা।
ওমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা॥
যে জনা দেখে সেরূপ, করিয়ে চুপ রয় নিরালা।
ও সে লালন ভেড়ের লোক জানানো হরি বলা॥

আজ আমার অন্তরে কি হলো সাঁই।
আজ ঘুমের ঘোরে চাঁদ গৌর হেরে
ওগো আমি যেন আমি নই ॥
আজ আমার গৌরপদে মন মজিল
আর কিছু না লাগে ভালো
সদাই মনের চিন্তা ঐ।
আমার সর্বস্ব ধন ও চাঁদ গৌরাঙ্গ-ধন
সেই ধন কিসে পাই গো তাই শুধাই ॥
যদি মরি গৌর-বিচ্ছেদ-বাণে
গৌর নাম শুনাইও কানে
সর্বাঙ্গে লিখো নামের বই ॥

এই বর দেগো সবে
আমি জন্মে জন্মে যেন
এই গৌরপদে দাসী হই ॥
বন পোড়ে তো সবাই দেখে
মনের আগুন কেবা দেখে
আমার রসরাজ চৈতন্য বই ॥
গোপীর এমনি দশা
ওকি মরণ-দশা
অবোধ লালন রে তোর সে ভাব কই ॥



আছে ভাবের তালা সেই ঘরে।
যে ঘরে সাঁই বাস করে ॥
ভাব দিয়ে খোল ভাবের তালা
দেখবি সে মানুষের খেলা
ঘুচে যাবে শমন-জ্বালা
থাকলে সে রূপ নেহারে ॥
ভাবের ঘরে কি মুরতি
ভাবের লণ্ঠন ভাবের বাতি
ভাবের বিভাব হরেক রতি
অমনি সে রূপ যায় স'রে ॥
ভাব নইলে ভক্তিতে কি হয়
ভেবে বুঝে দেখনা এবার মনুরায়,
যার যে ভাব সে দেখিতে পায়
লালন কয় বিনয় ক'রে ॥



আঠার মোকামে একটি রূপের বাতি জ্বলছে সদাই।
নাহি তেল তার নাহি তুলা আজগুবি হয়েছে উদয়॥
মোকামের মধ্যে মোকাম
শূন্য শিখর বলি যার নাম।
বাতির লণ্ঠন সেথায় সুদম
ত্রিভুবনে কিরণ দেয়॥
দিবানিশি আট পহরে
এক রূপে চার রূপ ধরে
বর্ত থাকতে দেখলি না রে
ঘুরে ম'লি বেদের বিধায়॥
যে জানে সেই বাতির খবর
ছুটেছে তার নয়নের ঘোর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
দৃষ্ট হয় না মনের দ্বিধায়॥



আপন ঘরের খবর নে না।

অনায়াসে দেখতে পাবি

কোনখানে কার বারামখানা

কমল ফোটা কারে বলি

কোন্ মোকাম তার কোথা গলি,

কোন্ সময় পড়ে ফুলে

মধু খায় যে অলি জনা॥

অন্য জ্ঞান যার সখ্য মোক্ষ,

সাধকের উপলক্ষ,

অপরূপ তার ব্রহ্ম

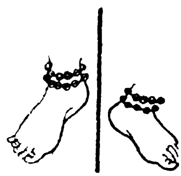
দেখলে চক্ষের পাপ থাকে না॥

শুষ্ক নদীর মুখ সরোবর

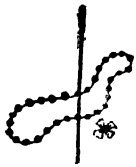
তিলে তিলে হয় গো সাঁতার,

লালন কয়, কৃতিকর্মার

কি কারখানা॥



আপনাকে আপনে যে জন জানে,
আপন আত্মাকে দেখেছে নয়নে।
সবে বলে 'আমি আমি'—
আমি কে তা কেউ না জানে।
লালন বলে, আমার এ আমি সর্ব-সাধন গুরুর চরণে ॥



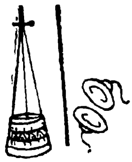
আপনারে আপনি চেনা যদি যায়।
তবে তারে চিনতে পারি সেই পরিচয়॥
উপর-আলা সদর বারি
আত্মারূপে অবতরি
মনের ঘোরে চিনতে নারি
কিসে কি হয়॥
যে অঙ্গ সেই অংশ কলা
কায় বিশেষে ভিন্ন বলা
যার ঘুচেছে মনের ঘোলা
সে কি তা কয়॥
সেই আমি কি আমি আমি
তাই জানিলে যায় দুর্নামি
লালন কয়, ভবে কি ভ্রমি
ভব কূপায়॥

আপনারে আপনি চিনিনে।
দীন দলের পর যার নাম অধর
তারে চিনবো কেমনে ॥
আপনারে চিনতাম যদি
হাতে মিলতো অটল-নিধি
মানুষের করম হ'তো সিদ্ধি
শুনি আগম পুরাণে ॥
কর্তারূপের নাই অন্বেষণ
আত্মারি কি হয় নিরূপণ
আত্মতত্ত্বে পায় সাধ্য জন
সহজ সাধন জনে ॥
দিব্যজ্ঞানী যে জন হ'লো
নিজতত্ত্বে নিরঞ্জন পেলো
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, লালন রইলো
জন্ম-অন্ধ মন-গুণে ॥

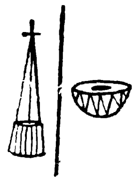


আমা হইতে দয়াময় নাম গিয়াছে জানা।
যারে তারে দয়া কর আমায় কর না॥
ডাকলে যে দয়া করে
দয়াল বলে কে কয় তারে
না ডাকিলে দয়া করে দয়াল সে জনা॥
এ ভব সাগরে,
কেহ জলে ডুইবা মরে
লভে না তোর এ হরির নাম পেয়ে যাতনা॥
শোন ওহে বংশীধারী
কইরাছ কড়ার ভিখারী
তবু তোমার চরণ তরী কখন ভুলি না॥
ঘরের বাহির করলে মোরে
এ ছিল তোমার অন্তরে
নিরাশ কইরা গাছের তলে নিতে পারলে না॥

দুঃখের কত আছে বাকী
যা আছে তা দেও দেখি,
আমি কি দুঃখের ভয় রাখি তাও জান না॥
ঈশানচন্দ্র বলে ভাবছি বেটা
আপনি খাইলা আপনার মাথা
কার কাছে কই দুঃখের কথা ভেবে বাঁচি না
বামান দুঃখী পাইলে পরে
কথা বলতাম আমি প্রকাশ করে
সুখী জনা দুঃখীর বেদন কখন জানে না॥



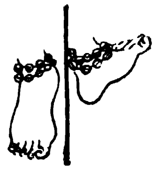
আমার এ ঘর খানায় কে বিরাজ করে।
আমি জনম ভরে একদিন দেখলাম না রে ॥
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
দেখতে পাইলে এ নয়নে
হাতের কাছে যার ভবের হাট-বাজার
ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে ॥
সবে বলে প্রাণ-পাখী,
শুনে চুপে চুপে থাকি,
জল কি হুতাশন, মাটি কি পবন,
কেউ বলে না একটা নির্ণয় করে ॥
আপন ঘরের খবর হয় না
বাঞ্ছা করি পরকে চেনা
লালন বলে, পর বলতে পরমেশ্বর,
সে কেমন রূপ আমি কিরূপ ওরে।



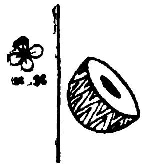
আমার এই ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
আমি দুই নয়নে একদিন তারে দেখলাম নারে॥
নড়ে চড়ে ঈশাণ কোণে,
আমি তারে দেখতে পাইনা দু 'নয়নে,
ঐ দেখ ঘরের পূর্বকোণে কে রয়েছে।
ছয় লতিকা বল যারে, ঐ দেখ শ্রীমণ্ডলাতে ঘুড়ি ঘুরে,
ঐ ঘরের ছ'য়ে দিয়ে ভাগ, দশ কড়া তার সার,
ঐ দেখ সাড়ে চব্বিশ বন্ধে, ঐ ঘর ঠিক রয়েছে।
আপন ঘরের খবর হয় না, বাঞ্ছা করি পরকে চেনা,
ও সে পর কি পরমেশ্বর, কথা বলতে হয় তোমার,
আমায় কেউ বললে না একদিন নির্ণয় করে॥



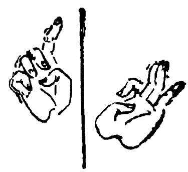
আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখবো চক্ষেতে॥
আপন ঘরে বোঝাই সোনা
পরে করে লেনা দেনা
আমি হলাম কর্মকাণা
না পাই দেখিতে॥
রাজী হলে দারোয়ানী
দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি
তারে বা কৈ চিনি শুনি
বেড়াই কুপথে॥
এই মানুষে আছেরে মন
যারে বলে মানুষ-রতন
লালন বলে, পেয়ে সে ধন
পারলাম না গো চিনতে॥



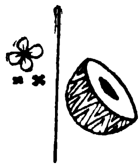
আমার মন-মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।
আমি জনম ভইর‍্যা বাইলাম বৈঠা রে
তরী ভাইটায় বই আর উজায় না॥
ওরে, জাঙ্গী রশি যতই কষি,
ওরে হাইলেতে জল মানে না।
আমার নায়ের তলী খসা, গুরা ভাঙ্গারে
নাও গাবগাবানি মানে না॥



আমার ডুবলো নয়ন রসের তিমিরে
কমল যে তার দল গুটালো
আঁধারের তীরে ॥
গভীর কালোয় যমুনাতে
চলছে লহরী
রসের লহরী
ও তার জলে ভাসে কানে আসে
রসের বাঁশরী।
আমি বাইরে ছুটি বাউল হয়ে
সকল্ পাসরি।
ঘর ছাড়িয়ে কেঁদে মরি
ভাসাই কুম্ভ রসের নীরে ॥
আমার চোখ ডুবেছে রসের তিমিরে ॥

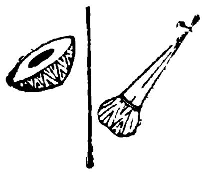


আমাদের রসিক নেয়ে
রসিক বিনে নেয় না কারে।
যে জনা প্রেম জানে না চড়তে মানা
ডুবে তরী অল্প ভারে॥



(আমার) প্রেম করা হইল না।
মনের মানুষ খুঁজিয়া পাইলাম না॥
মানুষ মানুষ অনেক আছে
প্রেম কি মিলে যার তার কাছে,
মানুষ চিনে মানুষ রতন
কখন মিলে না॥
গুরু যারে কৃপা করে
তৈয়ার কইরে লয় রে তারে,
গুরু দয়া কইরে নাম রাখিল
রঙ্গ ধরাইল না॥
আছে আমার কামের গন্ধ,
কিসে প্রেমের হয় সম্বন্ধ
রসিকের সঙ্গ বিনে
গন্ধ যাবে না॥

(ওরে) সেই মানুষের সঙ্গ পাইলে
হইতাম রে সোনা ॥
অম্বিকায় কয় মনের ভাবে
প্রেম করিয়া ভাবে ভাবে
গুরুর কাছে যাইয়া প্রেমের
রীতি শিখ না।
মানুষ ধরতে পারলে করবা
প্রেম-সাধনা ॥



আমারে পাগল করে যে জন পালায়
কোথা গেলে পাব তায়।
তারে না হেরে, প্রাণ কেমন কবে,
হিয়া আমাব ফেটে যে যায় ॥
আমি সযতনে যে রতনে
রাখিলাম পুরে হিয়ায়।
আমার ঘুমের ঘোরে চুরি করে,
সে রতন কে নিল রে হায় ॥
সে যে ছিল হৃদে নয়ন মুদে
দেখিতে তায় আঁখি যে চায়।
সকল ঘর হাতড়ায়ে, নাহি পেয়ে,
জলে যে অমনি ভেসে যায় ॥

আমার ব্যথার ব্যথিত, এমন সুহৃদ
　　বল কে বা আছে কোথায়।
ও সেই হারাধনে ধরে এনে
　　দেখাইয়ে হিয়ে জুড়ায়॥
সে ধন হয়ে হারা, পাগলপারা
　　প্রাণ পাখি মোর উড়ে বেড়ায়।
ওরে জলে স্থলে আকাশ তলে
　　কোথায় দেখিতে না পায়॥
আমি সব হারায়ে সে ধন পেলে
　　বাস করতাম এ ঘর তলায়।
যদি গেল সে ধন, তবে এখন
　　করে কাঙ্গাল আর কি উপায়॥



আমি আমি করিস রে মন

আমি কে তোর তাই চিনলি না।

ও তোর ব্যর্থ হলো কর্তাগিরি

তবু কেন হার মানলি না॥

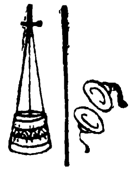
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে

ভূতের বোঝা মরলি বয়ে

ওরে হাল ছেড়ে পাল তুললে পরে

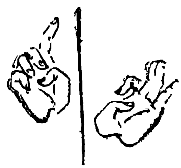
মুক্ত রবি তাও জানলি না॥৮

আমি একদিনও না দেখলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরশী নগর
(ও) এক পড়শী বসত করে॥
গ্রাম বেড়িয়ে অগাধ পানি,
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে।
আমি বাঞ্ছা করি দেখবো তারে,
আমি কেমনে সে গাঁয়ে যাইরে॥
বলবো কি সেই পড়শীর কথা,
ও তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাইরে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর,
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে॥
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো।
আমার যম-যাতনা যেতো দূরে।
আবার, সে আর লালন একখানে রয়।
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে॥

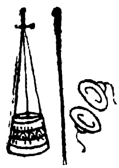


আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে ॥
লাগি এই হৃদয় শশী
সদা প্রাণ হয় উদাসী
পেলে মন হতো খুশী
দেখতাম নয়ন ভরে ॥
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে
নিভাই কেমন করে,
(মরি হায় হায় হায় রে)
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
ওরে দেখনা তোরা হৃদয় চিরে ॥
দিব তার তুলনা কি
যার প্রেমে জগৎ খুশী
হেরিলে জুড়ায় আঁখি
সামান্যে কি দেখতে পারে তারে ॥

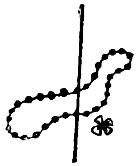
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে
ছাই দিয়ে সংসারে ॥
ও সে না জানি কি কুহক জানে
অলক্ষ্যে মন চুরি করে ।
কুল মান সব গেলো রে
তবু না পেলাম তারে ॥
ও তার বসত্ কোথায়
না জেনে ভাই
গগন কেঁদে মরে ॥



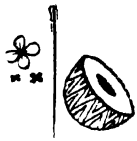
আমি কি সন্ধানে যাই সেখানে।
আমার মনের মানুষ যেখানে॥
অন্ধকারে জ্বলছে বাতি
দিবারাত্রি নাই সেখানে॥



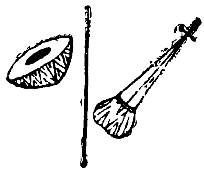
আমি বুঝতে নারি ভেবে মরি ঘটিল একি।
আমি ডিমে এলেম, ডিমে গেলেম
হতে নারলেম পাখি ॥
যুগে যুগে কত যুগ গেল,
তুমি ডিমে বসে তা দিতেছ
ডিম না ফুটিল।
শুনেছি সাধুর কথা
সময় হলে ডিম ফুটায়ে দেন পক্ষীমাতা
বল আমার কবে সে দিন হবে,
যে দিন ফুটিবে আঁখি
—এ মায়া ডিমের,
জ্ঞান ভক্তি বিবেক পেয়ে
কাঙ্গাল মানুষ হয়ে মায়া ডিমে
রব কি বদ্ধ হয়ে।
একবার খুলে দাও এ জ্ঞান আঁখি
প্রাণ ভরে তোমার দেখি
প্রাণের মাঝে ॥



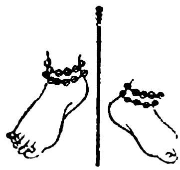
আমি তোমার চরণ দাসী হব।
চরণ মালা গলে নিয়ে মনের সাধ মিটাব।
যাতে তোমার সুখ হয়, তাই করহে দয়াময়!
সেই বাঞ্ছা আমার, যা কর আমার, হালে সেই হালে থাকিব॥
তুমি হে জগৎপতি, তোমার নাই কুল জাতি!
আমি কুল ধুয়ে কি খাব?
আমার যায় যাবে এ ছাড়া কুল, আমি তোমায় না ছাড়িব।
অধীন সদাই বল্‌ছে তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু বাম নাই কারো।
তুমি অকুলে কূল, ব্রহ্মাণ্ড-মূল, কুল গেলে কুল পাব॥



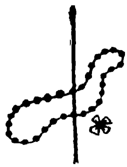
আমি মজেছি মনে
না জানি মন মজলো কিসে
আনন্দ কি মরণে ॥
ওরে আমায় এখন ডাকা মিছে,
আমার, নাই যে হিসাব আগে পিছে,
আনন্দে মন নেচে ওঠে
তার নূপুর বাজে রাত্রি দিনে ॥
আজব ব্যাপার তাজব লেগেছে,
কই সে সাগর কই এ নদী
তবু চলছে খবর নিরবধি
আজব রঙ্গ দেখবি যদি
মিলা নয়ন হৃদয় সনে ॥



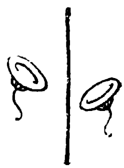
আমি মেলুম না নয়ন
যদি না দেখি তারে প্রথম চাওনে।
তোরা গন্ধে আমায় বল্।
বল্‌রে শ্রবণে—
'সে এসেছে সে এসেছে পূরব গগনে'।
'তোর বন্ধু এসেছে, এসেছে সে পূরব গগনে ॥'
কমল মেলে কি আঁখি
তারে সঙ্গে না দেখি
তারে অরুণ এসে দিল দোলা রাতের শয়নে ॥
আমি মেলুম না নয়ন
যদি না দেখি তায় আমার প্রথম চাওনে ॥



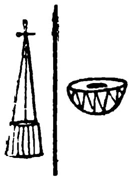
আর কেন মন ভ্রমিছ বাহিরে,
চল না আপন অন্তরে।
তুমি বাহিরে যারে তত্ত্ব কর,
অবিরত সে যে আজ্ঞাচক্রের উপরে ॥
কুলকুণ্ডলিনী শক্তি রয় মূলাধারে'
প্রণয়ের যোগে জাগাও তাহারে,
শক্তি চেতন হ'লে পূর্ণানন্দ মিলে,
তোমার সদানন্দ স্বরূপ একবার দেখ না ॥
বামে ইড়ানাড়ী, দক্ষিণে পিঙ্গলা,
রজঃ-তমঃ-গুণে করিতেছে খেলা,
মধ্যে বিরাজে সুষুম্না,
তারে ধর না কেন সাদরে ॥
তখন আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানে
উদয় হবে প্রাণে
তুমি যারে খোঁজ সদা বাহিরে ॥



আয় কে যাবি ওপারে।
দয়াল চাঁদ মোর দিচ্ছে খেয়া অপার সাগরে ॥
যে দিবে সেই নামের দোহাই
তারে দয়া করবেন গোঁসাই
এমন দয়াল আর কেহ নাই
ভবের মাঝারে ॥
পার করে জগৎ বেড়ি,
নেয় না সে পারের কড়ি,
সেরে সুরে মনের দেড়ি
ভার দে না তারে ॥
দিয়ে ঐ শ্রীচরণে ভার
কত অধম পাপী হলো যে পার,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার
বিগার যায় না রে ॥ √



আশা করি বান্দিলাম বাসা, সে আশা হৈল নৈরাশা,
মনেব আশা ॥
ও তোর আশায় এসে, ভবের মাঝে আমার এই দশা ॥
ও দরদী তোর মনে কি এই সাধ ছিল।
বৃথা এলাম বৃথা গেলাম, পরার হাতে পরাণ সঁপিলাম,
হইলাম দেনদারী এখন, খতের পৃষ্ঠে উশুল দিয়ে
গুরু লেও বাকী ॥
ও দরদী তোব মনে এই সাধ ছিল।



আসবো না আর ভবের বাজারে।
আমার বেসাত হয় না যাই ফিরে ॥
এমন আশী লক্ষ বার এসেছি,
প্রাণ গেলরে এই করে ॥
ভাঁড়ারেতে রতন আছে কেউ নেবে বলে যতন করে ॥
থাকি তার কাছে আমার চক্ষু থাকতে পায় না দেখতে,
বেড়ায় খালি ঘুরে ঘুরে ॥
হাটের যত জহুরে, আত্মসারে তারা সব গেল মরে,
আমায় কাঙ্গাল বলে কেউ দিলে না,
লুটে নিলে ভাণ্ডারে ॥
দীন ভূষণ বলে, মিছে ভাব কেন তুমি রে ॥
ধর মহাশয় তাঁদের কৃপা হলে, রতন পেলে
চরিতার্থ হবে সংসারে ॥



আসিয়ে কিনিতে সোনা কিনলি কিনা

ওবে কাণা রাঙ্ তামাকে।

ভবেব মাঝে এসে লাগলো দিশে

ঘুচবে কিসে বল আমাকে॥

রাঙ্ রজ তামা তম সোনার সত্বগুণ যাহাতে

দরদী হবে যে জন কিনবে সে জন

অন্যে কেবা চিনবে তাকে।

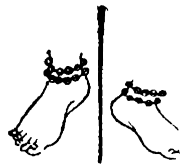
না হ'লে ভাবের ভাবী ভবের হাটে

গোল মিটে কি ভুয়ো জাঁকে।

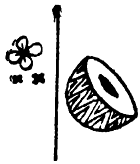
ক্ষ্যাপাচাঁদ বলে ফাঁকা লাভের তরে

ভাবের ঘরে পড়লি ফাঁকে॥

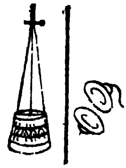
এ বড় আজব কুদরতি।
আঠার মোকামের মাঝে জ্বলছে একটি রূপের বাতি ॥
কি বারে কুদরতি খেলা
জলের মাঝে অগ্নি জ্বালা
খবর জানতে নয় নিরালা,
নীরে ক্ষীরে আছে জ্যোতি ॥
ছনি মণি লাল জহরে
যে বাতি রেখেছে ঘিরে,
তিন সময় তিন যোগে ধরে
যে জানে সে মহারথী ॥
থাকতে বাতি উজ্জ্বলাময়,
দেখ না যার বাসনা হৃদয়,
লালন কয়, কখন কোন্ সময়
অন্ধকার হবে বসতি ॥



এই মানুষে সেই মানুষ আছে।
কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে, তারে বেড়াচ্ছে খুঁজে ॥
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
তেমনি সে থাকে সদায়
আছে আলোকে বসে ॥
অচিন দেশে বসতি ঘর
দ্বি-দল পদ্মে বারাম তার,
দল নিরূপণ হবে যাহার,
ও যে দেখবি অনায়াসে ॥
আমার হলো কি ভ্রান্তি মন
আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, ঘুরবি লালন
আত্মতত্ত্ব না বুঝে ॥ ✓



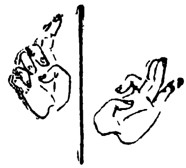
এক ফুলে চার রঙ ধরেছে।
ও যে ভাব-নগরে ফুলে কি আজব শোভা করেছে॥
মূল ছাড়া সে ফুলের লতা
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা,
এ বড় অকৈতব কথা
প্রত্যয় হবে কই কার কাছে॥
কারণ বারির মধ্যে সে ফুল
ভেসে বেড়ায় একূল ওকূল
শ্বেত-বরণ এক ভ্রমরা ব্যাকুল
সে ফুলের মধুর আশে॥
ডুবে দেখ মন দেল-দরিয়ায়
যে ফুলে নবীর জন্ম হয়
সে ফুল তো সামান্য নয়
লালন কয়, যার মূল নাই দেশে॥



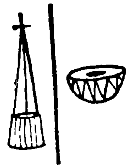
এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে কেবা না মজেছে সখি।
কারো কথা কেউ বলে না আমি একা হই কলঙ্কী॥
অনেকে তো প্রেম করে
এমন দশা ঘটে কারে
গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে
শ্যামের পদে দিয়ে আঁখি॥
তলে তলে তল গাঁজা খায়
লোকের কাছে সতী বলায়,
এমন সৎ অনেক পাওয়া যায়
সদর যে হয় সেই পাতকী॥
অনুরাগী রসিক হ'লে,
সে কি ডরায় কুলশীলে
লালন বেড়ায় কুক্‌ছি খেলে
ঘোমটা দিয়ে চায় আড়চোখি॥

একবার অনুরাগ যার মনে উদয় হয়।
সুধা বলে গরল দেখ পান করে সদায়॥
ও তার গরল সুধা হয়ে যায়॥
তার প্রমাণ দেখ ভাই, এই মৃত্তিকার ন্যায়।
কত মিষ্ট ফল হচ্ছে জন্ম
লোহা জেরে খায়॥
যে জন অনুরাগী হয়,
মিষ্ট ফল তার কৃষ্ণ-কথা
বলতেছে সদায়॥
ও যে গুরুপদে নয়ন দেয়
রিপু করে পরাজয়।
ভব-নদীর মাঝে সদায় উজান তরী বায়॥
করে গোপী-ভাব আশ্রয়
ব্রজগোপীর ভাব লয়ে সে

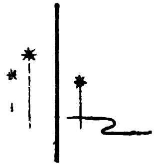
চৈতন্য ভজয়,
করে মাধুর্য আশ্রয়
পুণ্য-মুক্তি নাহি চায়,
পঞ্চবিধ মুক্তি ছেড়ে রূপে নয়ন দেয় ॥
তার ভক্তি-নিষ্ঠা হয়,
এই স্বরূপে সহজ মানুষ
ধরেছে নিশ্চয়।
তার শমন-জ্বালা নাই
ও সে রসিক মহাশয়।
হীরুচাঁদ কয়, পাঞ্জরে তোর শুধু হায় হায় ॥



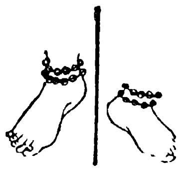
এসেছে এক নবীন আইন নদীয়াতে।
বেদ-পুরাণ সব দিচ্ছে দুষে
সেই আইনের বিচার মতে॥
সাতবারে খেয়ে একবার খান
নাই পূজা নাই পাপপুণ্য-জ্ঞান
অসাধ্যরে সাধ্য বিধান
শিখাচ্ছে সব ঘাটে পথে॥
না করে সে জাতের বিচার
কেবল শুদ্ধ প্রেমের আধার
সত্যমিথ্যা দেখে প্রচার
সাঙ্গপাঙ্গ জাত অজাতে॥
ভজ ঈশ্বরের চরণা
তাই বলে সে বেদ মানে না
লালন কয়, তার উপাসনা
করে দেখি মন কি দোষ তাতে। ৮



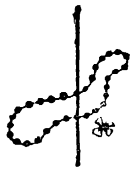
ও গুণী কওনা শুনি
কোন গুণে মানব হয়েছো।
তোমার পিতৃধনের বিনাশ করে
রতি মধ্যিখানে হারিয়ে আছো ॥
তোমার নাই দরজায় আসল তালা
তুমি কোন দ্বারে চাবি হেনেছো ॥
তোমার রোজার গাঁয়ে তহশীলদারি
কেবল ভাঙ্গা গাঁয়ে মোড়ল সেজেছো ॥
তোমার মন্দিরেতে নাই যে মাধব
কেবল শাঁখ ফুঁকে হায় গোল করেছো ॥
তোমার আসল দ্বারে নাই যে আগল
কেবল ঢেঁকশালে চাঁদোয়া টানায়েছো ॥
তাই বলে পদ্মলোচন
কেবল ভগ্নদশা হয়ে আছো ॥
তুমি কি ভাণ্ডে কি ব্রহ্মাণ্ডে আছো
কোন ভাণ্ডের খবর রেখেছো ॥



ওগো রাই-সাগরে নামলো শ্যামরায়।
তোবা ধর গো হরি ভেসে যায়॥
রাই-প্রেমের তরঙ্গ ভারি,
তাতে থাই দিতে পারবেন গো হরি
ছেড়ে রাজস্ব প্রেমে উদাস্য
কৃষ্ণের চিন্তা কেঁথা ওড়ে গায়॥
ওগো চার যুগেতে ঐ কেলে সোনা
তবু শ্রীরাধার দাস হইতে পাল্লে না,
যদি হইত দাস, যেত অভিলাষ
তবে আসবে কেন নদীয়ায়॥
তিনটি বাঞ্ছা অভিলাষ করে
হরি জন্ম নিলেন শচীর উদরে,
সিরাজ-চরণ ভেবে কয় লালন
সে ভাব জানায়॥



ও মন যে যা বোঝে সেইরূপ সে হয়।
সে যে রাম রহিম করিম কালা এক আল্লা জগৎময়॥
কুল্লে সাইন সহিত খোদা
আপন জবানে কয় সে কথা
যার নাইরে আচাব-বিচার
বেদ পড়িয়ে গোল বাধায়॥
আকার সাকার নিরাকাব হয়
একেতে অনন্ত উদয়
নির্জন ঘরে রূপ নেহারে
এক বিনে কি দেখা যায়॥
এক নেহারে দেও মন আমার
ভজ না রে দেখ তায়।
লালন বলে, এক রূপ খেলে,
ঘটে পটে সব জায়গায়॥



ওগো, সুখের ধান ভানা—
ধনি, এমন ব্যবসা ছেড় না।
কর কৃষ্ণপ্রেমের ভানা-কুটো, কষ্ট তোমার থাকবে না॥
তোমার দেহ-ঢেঁকশালে, অনুরাগের ঢেঁকি বসালে,
ভজন-সাধন-পাড়ুই দুটো দুদিকে দিলে,
আবার নিষ্ঠা আঁশকল লাগালে
ঢেঁকি চলবে, ও সে টলবে না॥
ওগো সুখের ধান ভানা।
রাগ দরদী দু'জন ভানুনী
তাদের নাম কৃষ্ণ-মোহিনী
তাদের একজন সদ্‌গোপের মেয়ে একজন তেলেনী,
তারা ধান ভানে ভাল, জানে ভাল
তাদের গায়ে সোনার গহনা॥
করে বৃদ্ধা শ্রদ্ধা সেকেলে গিন্নি,
শুদ্ধমতি শুদ্ধরতি কুলো-চালুনি,
এবার কাম-কামনা ছেড়ে, ঝেড়ে ঝুড়ে
তুষ-কুঁড়ো চেলে লও না॥

রাগ বিবেকের মূষল-আঘাতে
বাসনা-তুষ তোমার যাবে ছেড়ে
পাড় দিতে দিতে,
চাল উঠবে সেঁটে, বিকার কেটে,
ঠিক যেন মিছরিদানা॥
শ্রীগুরু শ্রীমহাজনের ধান, তাতে হবে রে সাবধান,
ষোল আনা বজায় রেখে করবে সমাধান—
তুমি লাভে লাভে কাল কাটাবে,
আসল যেন ভেঙ্গ না॥
গোঁসাই বলে, অনন্ত তুই ধান ভানতে জানিস না।
ও তোর ঘটবে যন্ত্রণা,
পাপ ঢেঁকি তোর মাথা নাড়ে গড়ে পড়ে না,
দেখিস যেন বেহুঁশারে হাতে ঢেঁকি ফেলিস না॥

উনবাট

৩৫

(ও মন) এমন চাষা বুদ্ধিনাশা তুই,
কেন দেখলি না আপনার ভুঁই।
তোর দেহ-জমির পাকা ধানে
দেখ লেগেছে ছ'টা বাবুই ॥
বহু কষ্টে করলি কৃষাণি
এই মানবদেহ চৌদ্দ-পোয়া লাল জমিখানি,
তাতে ভক্তি-ফসল জন্মেছিল,
সব খেয়ে গেল হিংসা-চড়ুই ॥
চেতন-বেড়া উপড়ে পড়েছে,
সব জায়গা আলগা পেয়ে
গোরু-ছাগল পাকা ফসল খেয়ে ফেলেছে।
এখন গোঁফ ফুলিয়ে ব'সে আছে—
দেখ তোর মাচা-ভরা বিল্ল পুঁই ॥
কেন ভুঁয়ের তলে বাঁধলি নে কুঁড়ে
এখন চিন্তা জ্বরে মরবি পুড়ে

তোর পেটে হবে পিলুই।

তোর আশা ভাঙল ফসল গেল

তুই ঠেকবি তখন

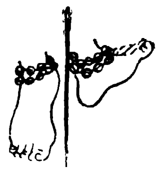
দেখবি তখন

নিকেশের সময়।

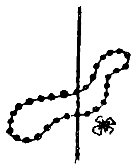
কাঙাল যাদুবিন্দু ভণে,

আমার এইটুকু ভরসা মনে,

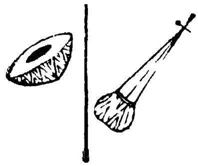
আমি কুবীর পদে মনকে থুই ॥



ওরে আমার মন গোয়াল !
দু'বেলা তুই দুধ যোগাবি।
ঐ কথাটি আটাআটি
দুধ তুই আমারে দিবি ॥
ঘরে আছে ধর্মগাভী, তাহার দুধ দুইয়া লবি।
কাম ধেনুর দুধ দুইয়া খাবি, যখন চাবি তখন পাবি ॥
সাধুর সনে যাবি গোঠে, আনবি রে দুধ নিকষ পটে।
অসৎসঙ্গে লাগলে ছিটে নষ্ট হবে দুধ সব খোয়াবি ॥
দুধ বাসনে জল ঢাল না, সে দুধ আর পার পাবে না,
ফুকার দিলে লুকাবে তখনি তার সাজা পাবি ॥
দুধ থুস না আলগা করে, হিংসা বিড়াল সদাই ঘুরে,
অপবিত্র পিঁপড়ে খাইলে, কত দেখাবি আর কত তাড়াবি ॥
গোঁসাই বলে অনন্ত রে ! ও তোর কাম বাছুরে দড়া ছিঁড়ে,
কেমন করে বাঁধবি তারে, এক ঘরেতে রইছে গাভী ॥

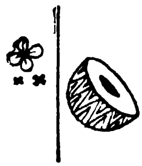


ওরে কাজলে আর করবে কতো
যদি তোর নয়নে নজর না থাকে ।
ও তোর প্রেম যদি না মিললো ক্ষ্যাপা
তবে ভজন পূজন কদিন রাখে ॥

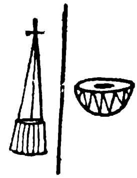


ওরে শূন্যভরে একটি কমল আছে কি সুন্দর।
নাই তার জলে গোড়া, আকাশ-জোড়া,
সমান-ভাবে নিরন্তর। [হায় রে পাগল]
কমলের সহস্রেক দল
তাতে বিরাজ করে সোনার মাণিক কিবা সে উজ্জ্বল।
তারে যে জেনেছে, যে পেয়েছে
সেই হয়েছে দিগম্বর॥ [হায়রে পাগল]
কমলের ডাঁটাতে কাঁটা,
আবার ছয়টি সাপে জড়িয়ে ধরে করেছে লেঠা।
কেবল পায় রে দেখা, যারা বোকা,
সাপের ফণা ভয়ঙ্কর॥ [হায়রে পাগল]
ফিকিরচাঁদ কবিতে বলে,
সেই সাপকে ধরে বশ করেছে যে জন কৌশলে,
কেবল সে পেয়েছে, নিজের কাছে,
সোনার মাণিক মনোহর॥ [হায়রে পাগল]

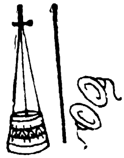
ও ভোলা মন
ত্যজিয়ে আসল যে ধন কেন রে মন
স্থদের কারণ টানাটানি।
আসলে ত্যজ্য করে স্থদকে ধরে
বড় মূর্খ সেই তো জানি॥
স্থদকে ত্যজ্য করো, আসল ধরো
থাকবে রে ঠিক মহাজনী।
জানো না আসল হতে এ জগতে
যতো স্থদের আমদানী॥
তবে কেন আসল ত্যজ, স্থদকে ভজ
বেড়াও করে পাগলামি।
গোপনে সযতনে, আসল ধনে
রাখে যে সেই আসল ধনী॥
আসলে স্থদের কড়ি ডালখিচুড়ী
মিশালে হয় বলে জ্ঞানী।
সাগরেদ ফিকিরচাঁদ বলে, আসল গেলে,
ভব জ্বালা ঘুচবে জানি।
আমি সেই আসলধনে নাহি চিনে
করতে চাই মহাজনী॥ ৮



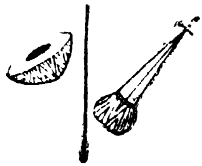
করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।
প্রেম সাধিতে ফাঁপরে ওঠে কামনদীর তুফান ॥
প্রেম-রত্নধন পাবার আশে
ত্রিবেণীর ঘাট বাঁধিলাম কষে
কামনদীর এক ধাক্কা এসে
যায় বাঁধন ছাঁদন ॥
বলবো কি সেই প্রেমের কথা
কাম হ'লো সেই প্রেমের লতা
কামছাড়া প্রেম যথাতথা
নাই রে আগমন ॥
পরমগুরু প্রেমপীরিতি
কামগুরু হয় নিজ পতি
কাম ছাড়া প্রেম পায় কি গতি
তাই ভাবে লালন ॥



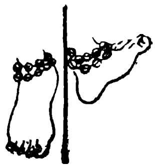
কার চোখে ধূলা দিবি বল্ আমার কাছে।
যেজন জগৎকর্তা, বিচারকর্তা,
সে আছে তোর হৃদয় মাঝে ॥
আঁধার আর আলোকে মন,
তুমি যে কাজ করেছ যখন,
সকল দেখেছে সেজন
তাঁর কাছে কি ছাপা আছে ॥
মনে যা করেছ রে মন,
হৃদে বসে দেখে সে জন
সে যে তোর মনের মন
মনরে তোর মন বোঝে ॥
কাঙ্গাল বলে মন যার বাঁকা
মিছে তার চোখ বুঁজে থাকা,
ঝোলা মালা ছাপা মাখা
ঘি ঢালা হয় ভস্মের মাঝে ॥ ৮



কারে বলবো আমার মনের বেদনা।
এমন ব্যথার ব্যথী ত মেলে না ॥
যে দুখে আমার মন
আছে সদায় উচাটন
বললে সারে না ॥
গুরু বিনে আর না দেখি কিনার
তারে আমি ভজলাম না ॥
অনাথের নাথ যে জনা মোর
সে আছে কোন অচিন শহর
তারে চিনলাম না ॥
কি করি কি হয় দিনের দিন যায়
কবে পুরবে মনের বাসনা ॥
অন্য ধনের নয় রে দুখী
মনে বলে হৃদয়ে রাখি শ্রীচরণখানা ॥
লালন বলে মোর পাপের নাই ওর
তাইতে আশা পূর্ণ হলো না ॥



কামের মধ্যে প্রেমের মর্ম, বুঝে ওঠা হ'ল ভার।
বুঝিবে রসিক জনা, অরসিক কি বুঝবে তার॥
প্রেমের জন্ম হয় যে জলে
সেই জলেতে সাঁতার চলে
সাঁতার না শিখিয়ে গেলে
মরণ হবে নদীর মাঝার॥
অরসিকে নামিলে জলে
সে যাইবে রসাতলে
গুরু ত্যাগী তাই রে বলে
ভঙ্গ রতি হইবে যার॥
চণ্ডী বলে দৈন্যভাবে
যাস্ না জলে মরবি ডুবে,
গুরু বাক্য যে জন লবে,
সে জন নদী হইবে পার॥



কি আর দেখিস কাণা

হাতড়ে তোর আঁধার ঘরে।

মনের কালি মুছে আলো

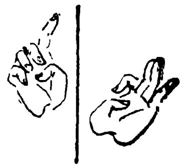
জ্বাললে পাবি যে তারে॥

সে যে আলোর ঘরে আলোর ছবি

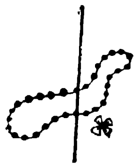
আলো বিনা তারে না লভি

সে আলোর তেজে তোর কাণা চোখ ফুটে যদি

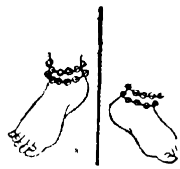
তাই তারে আলোক নামে ডাকে ঈশান নিরবধি॥



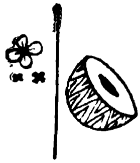
কিছু হয় না সাধন ভজনে
অনুরাগ বিনে।
আসমানেতে গাছের গোড়া রে
তায় ফল ধরে কলি সনে॥
কাকের বাসায় হয় কোকিল
আরেক ডালে শঙ্খচিল
কোকিলের অঙ্গ কালো ভঙ্গ বাঁকা রে
গোপীদের মন ভুলে সে স্বর শুনে॥
ক্ষেপাচাঁদ বাউলে কয়
অক্ষরে তার কর্ম নয়, তার মর্ম বুঝতে হয়।
ও তার দেহের মাঝে
পঞ্চ কাঁটারে,
কাঁটা উঠবে রে সময় গুণে॥ ৮



কি করি কোন পথে যাই, মনে কিছু ঠিক পড়ে না।
দোটানাতে ভাবছি বসে ঐ ভাবনা॥
কেউ বলে মক্কায় যেয়ে হজ করিলে যাবে গোনা।
কেউ বলিছে মানুষ ভজে মানুষ হ'না॥
কেউ বলে পড়লে কালাম পায় সে আরাম ভেস্তেখানা।
কেউ বলে ভাই ও সুখের ঠাঁই কায়েম রয় না॥
কেউ বলে মুরশিদের ঠাঁই খুঁজিলে পাই আধ ঠিকানা।
লালন ভেড়ে না বুঝিয়ে হয় দোটানা॥ ৮

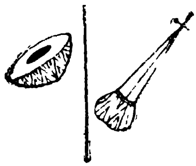


কুলের বৌ হয়ে মন আর কতদিন থাকবি ঘরে।
ঘোমটা খুলে চলনা রে যাই সাধ-বাজারে॥
কুলের ভয়ে কাজ হারাবি, কুল কি নিবি সঙ্গে করে।
পস্তাবি শ্মশানে যেদিন ফেলবে তোরে॥
দিসনে আর আড়াই কড়ি নাড়রে নাড়ি হও যেই রে।
ও তুই থাকবি ভালো সর্বকালো যাবে দূরে॥
কুলমান সব যে জন বাড়ায়, গুরু সদয় হয় না তারে।
লালন বেড়ায়, কাতরে বেড়ায় কুল ঢাকেরে॥ ৮



কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য কারিকর,
তার কারিকুরির বলিহারী,
সেই কারিকরের কোথায় ঘর,
ধন্য কারিকর ॥
ঘরের মূল তিনটি খুঁটি,
কি পরিপাটি,
দড়ি-দড়া, বাঁধাছাঁদা সাড়ে তিন কোটি,
ঘরের দরজা নয়খান,
সকলি প্রমাণ,
অসংখ্য জানালা আছে, কে করে সন্ধান,
সে ঘরের মাপ চৌদ্দপোয়া,
চৌদ্দভুবন তার ভিতর ॥
ঘর বেশ আঁটাসাঁটা, আছে ছ'তলা কোঠা
তার উপরে আর এক তলা নাম মণিকোঠা,
সেথা দিবানিশি মণি জ্বলে,
কর্তা আছে যার ভিতর ॥

ঘরের প্রাচীর সপ্তপুর, তার মধ্যে অন্তঃপুর,
যে সন্ধানী সে যেতে পারে, অন্যের পক্ষে দূর,
সেথা লাগবে ধাঁধা, চাকা চাঁদা
প্রবেশ করা কষ্টকর ॥ (ধন্য কারিকর)
একঘরে কত কারখানা, ঘর বালাখানা,
ঘরের ভিতর বৈঠকখানা, আর তোষাখানা,
আছে ফুলের বাগান, হাওয়াখানা,
মধ্যে দিব্য সরোবর ॥
মিস্তিরির এমনি কৌশল, তার ধন্য বুদ্ধিবল,
চল বলিলে আপনি চলে, এমনি ধারা কল,
ঘরের কখন কি ঘটে অবস্থা
কভু স্থাবর, কভু অস্থাবর ॥
এ কথা মিথ্যা কভু নয়, ঘরের মাটি কথা কয়
ঘরের ভিতর আগুন-জলে এক মিশালে রয়,
সেথা সাধু-চোরে, রাক্ষস-নরে বিষামৃতে একত্তর ॥
অনন্ত ভাবছে বসে তাই, ঘরের অন্ত কিসে পাই,
ঘরে থেকে কর্তার সঙ্গে আলাপ হ'ল কই,
কেবল দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াই
না জেনে ঘরের খবর ॥



কে কথা কয় রে দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে খুঁজলে
জনম ভোর মেলে না॥
খুঁজি তারে আশমান জমি
আমারে চিনিনে আমি
এ ও বিষয় ভোলে ভ্রমি
আমি কোন্ জন, সে কোন্ জনা॥
রাম রহিম বলছে সে জন
সে জনা কি বায়ু হুতাশন
শুধালে তার অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না॥
আমার হাতের কাছে হয় না খবর
কি দেখতে যাও দিল্লী শহর
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোর
সদায় মনের ভ্রম যায় না॥

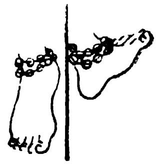
কেন চাঁদের জন্য চাঁদ কাঁদে রে।
এই লীলের অন্ত পাইনে রে ॥
দেখে শুনে ভাবছি বসে
মনে কই কারে ॥
আমরা দেখে ঐ গোরাচাঁদ
ধরবো বলে পেতেছি ফাঁদ
আবার কোন চাঁদেতে
এ চাঁদেরো মন হরে ॥
জীবেরো কি ভুল দিতে সবায়
গৌরচাঁদ আর চাঁদের কথা কয়
পাইনে এবার কি ভাব হয়
উহার অন্তরে ॥
এ চাঁদে সে চাঁদ করে ভাবনা
মন আমার আজ হ'লো দোটানা
তাই বলছে লালন, প'লাম
এমন কি ঘোরে ॥



কে বুঝিতে পারে আমার সাঁইয়ের কুদরতি।
অগাধ জলের মাঝে জ্বলছে বাতি ॥
অনলে জল উষ্ণ হয় না
জলেতে অনল নেভে না
এমনি যে কুদরত কারখানা
দিবারাতি ॥
বিনা কাষ্ঠে অনল জ্বলে
জল রয়েছে বিনে স্থলে
আখের হবে জল-অনলে
প্রলয় অতি ॥
জলে যেদিন ছাড়বে হুঙ্কার
ডুবে যাবে আগুনের ঘর
লালন বলে, সেদিন বান্দার
হয় কি গতি ॥

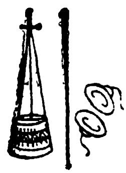
১।৫

কোন্ সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে।
দেখো সে আপনি বাজায় আপনি মজে সেই রবে॥
নামটি লা-শরিকাল্লা
সবার শরিক সেই একেলা
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা
আপনি খাবি খায় ডুবে॥
ত্রিজগতে যে রায় রাঙ্গা
তার দেখি ঘরখানি ভাঙ্গা
হায়, কি মজার আজব-রঙা
দেখায় ধনি কোন্ ভাবে॥
আপনি চোরা আপন বাড়ি
আপনি সে লয় আপন বেড়ি
লালন বলে, এ নাচাড়ি
কেনে থাকি চুপে-চাপে॥

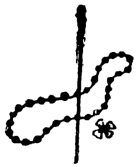


কোন্‌খানে হারায়ে খোঁজ, কোন খানে ?
সন্ধান না জেনে।
ঘরের মধ্যে রেখে মাণিক
খুঁজতে গেলি মনভ্রমে ॥
সে যে বহু কষ্টের ধন,
বহু কষ্টে হয় রে উপার্জন
সেই ধন লয়ে ভূতের ঘরে
করলি সমর্পণ।
পরে পরে পার করে দাও
যেখানের ধন সেইখানে ॥
সে ধন গোপনে ছিল,
কে কোথায় পেল ?
যত্ন করে রাখতে নারলি
কোথায় পড়লি।
মুগ্ধ সিংহের দুগ্ধ লয়ে
রাখলি মাটির বাসনে ॥

কর গুরু কৃষ্ণ সার
এই নাম বলরে মন, আমার,
দীনদয়াল, তোর ঘর-তল্লাসী
　　করলি না একবার।
তোর ঘর-বিবাদী ছ'জন বাদী
　　তারাই সব সন্ধান জানে॥



কোথা আছেরে সেই দীন দরদী সাঁই।
চেতন-গুরুর সঙ্গ ধরে খবর করো ভাই॥
চক্ষু অন্ধ দেলের ধোঁকায়,
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
কি রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই
বসে নিগুম ঠাঁই॥
জ্যান্তে যদি না দেখিবে,
আর কোথা কিরূপে পাবে,
ম'লে গুরু-প্রাপ্ত হবে,
কিসে বুঝি তাই॥
এখানে না দেখলাম যারে,
চিনবো তখন কেমন ক'রে,
ভাগ্যপতি আখেরে তারে
দেখতে যদি পাই॥
সমঝে ভজন সাধন করো,
নিকটে ধন পেতে পার,
লালন কয় নিজ মোকাম ধরো
বহু দূরে নাই॥

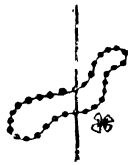


খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়॥
আট কুঠরী নয় দরজা-আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝলকা-কাটা,
তার উপর আছে সদর-কোঠা—
　　　　আয়না-মহল তায়॥
মন, তুই রইলি খাঁচার আশে,
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে,
কোন্‌দিন খাঁচা পড়বে খসে,
লালন কয়, খাঁচা খুলে
　　　　সে পাখী কোন্‌খানে পালায়॥

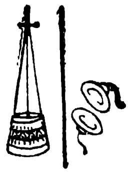


খাস মহলে গোল লেগেছে।
মানে না আসল নামা,
আমায় বাতিল করে তাড়িয়ে দিয়েছে ॥
মহলের ছ'জন প্রজা, তারা কেউ নয়কো সোজা,
মানে না বলে রাজা,
বেড়ায় কেবল কথা বেচে ॥

যে সব জমি ছিল তাজা
তারা সব বলে হাজা ;
বলিয়ে দেয় গো সাজা,
গায়ের জোরে বেড়ায় নেচে ॥



খুঁজে কি আর পাবি সে অধরা, সে নয়নতারা।
এই মানুষে মিশে আছে গোপী মনচোরা ॥
লীলা সাঙ্গ করে গোরা
স্বরূপেতে মিশে আছে মায়া-পাসরা,
স্বরূপ-রূপ রসে মিশে রসে হ'য়ে ভোরা ॥
রসে আলো হয় ছেতারা
রসেতে রূপ গিলটি করা
দর্পণের পারা,
ও সে রসের নদী জোয়ার এসে বহে তিনটি ধারা ॥
কারুণ্য-তারুণ্যামৃত লাবণ্যেতে তিনটি অর্থ,
রসিক জানে তাহা।
তারা নদীর কূলে অধর ধরে, পাণিতে মণিহারা ॥

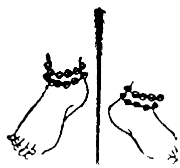


খুঁজলে কোথায় পারি তারে
আছে মনের মানুষ নির্জনেতে
সামান্যেতে যায় না ধরা।
সে যে রসিক শেখর মনের গোচর
কেমনেতে চিনবি তোরা॥
ধরে গুরুর শ্রীচরণে নাও মানুষের সন্ধান জেনে
নৈলে ধরতে পারবি কেনে,
শুনেছি তার নাম অধরা॥
যে সার বুঝেছে, পেয়েছে মানুষ
অসারে মজে যে সে জন পায় তুঁষ
প্রাপ্তি হয় না না-থাকলে হুঁস,
সে মানুষ টলাটল ছাড়া॥
মন যদি বাসনা ছেড়ে
মানুষ চাঁদের আশায় ফেরে

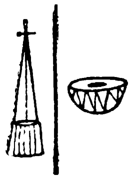
তবে মানুষ ধরতে পারে,
হতে হয় রে জ্যান্তে মরা ॥
গোঁসাই গুরু চাঁদের বচন
রাধাশ্যাম তোরে বলি শোন
মানুষ ধরার এইতো লক্ষণ
সাধন হল তোলাপাড়া ॥



খেলছে মানুষ নীরে ক্ষীরে।
আপন আপন ঘর বোঝ মন আমার
কেন হাতড়ে বেড়াই কোলের ঘোরে।
শূন্যদেশে মেঘের উদয়
নীরদবিন্দু বরিষণ তায়
তাহে ফলছে ফল রঙবেরঙ হাল
আজব কুদরতি কল ভাবের ঘরে ॥
নীর নদী গভীরে ডুবা কঠিন হয়
ডুবলে কত আজব দেখা যায়
ও সে নীর-ভাণ্ড-পোরা ব্রহ্মাণ্ড
কাণ্ড বলতে আমার নয়ন ঝরে ॥
ইন্দ্র ডঙ্কা নাহি সে রাখে
সহজ ধারা ফেরে সহজে
সিরাজ সাঁইর বচন মিথ্যে নয়,
লালন একবার ডুব দিয়ে দেখ স্বরূপ-দ্বারে ॥



গুরু গো আমার পূর্বের কথা মনে নাই
আমি জানতে এলাম তাই।
পূর্বের কথা মনে হলে ভাসি দুই নয়ন জলে
আর কি আছে কপালে দিবানিশি ভাবি তাই॥
নাক থাকতে নিশ্বাস বন্ধ
মুখ থাকতে বাক্য বন্ধ
চোখ থাকতে হলেম অন্ধ
মনে মনে ভাবি তাই॥

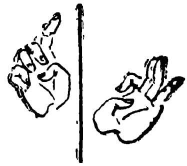


গুরু, আমায় ভবে কর পার।
আমি অধম দুরাচার,
ভজন জানি না তোমার॥
যেদিকে ফিরাই আঁখি
দেখি সেই দিক অন্ধকার॥
গুরু, তোমার নামের বলে
সলিলে ভাসে যে শিলে,
সেই বলে দিয়েছি সাঁতার॥
আমি যদি ডুবে মরি
কলঙ্ক তোমার॥
পুরাণে শুনেছি আমি
অধমের বন্ধু তুমি
অজামিলে করিলে উদ্ধার।
এইবার আমা হ'তে জানা যাবে

মহিমা তোমার ।।
গঙ্গাধরের এই বাসনা,
ভবে যেন আর আসি না,
যাতনা সহে না বারংবার ।
এবার মরি যেন জয় গুরু জয় বলে
ভবে যেন আসি না আবার ।।

গুরু, কোন্ রূপে কর দয়া ভুবনে।
অনন্ত অপাব লীলা তোমার
মহিমা কে জানে॥
তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ,
মন্ত্রদাতা তুমি ইষ্ট,
মন্ত্র জানতে সঁপে দিলে
সাধু-বৈষ্ণব চরণে॥
নবদ্বীপে গোরাচাঁদ,
শ্রীক্ষেত্রে হও জগন্নাথ,
সাধু বাক্য যাহাই হ'লো
দয়া হবে না স্বরূপ বিনে॥
বৃন্দাবন আর গয়া কাশী
সীতাকুণ্ড বারাণসী,
মক্কা মদিনে,

তীর্থে যদি গৌর পেত,
ভজন-সাধন করে জীব কেনে ॥
সাধু গুরুর চরণপদ্ম,
সব তীর্থ আছে বর্ত,
পাঞ্জ বলে অবোধ মন তোর
মতি সরল হবে কোন্ দিনে ॥



গুরুপদে নিষ্ঠারতি

হয় না মতি

আমার গতি হবে কিসে।

মন আমার মূঢ়মতি,

সাধন ভক্তি

হ'লো না মোর মনের দোষে॥

মন আমার গুরু প্রতি

দিবারাতি

থাকত যদি চরণ-আশে।

তবে চরণ-দাসী হতাম,

ব্রজে যেতাম

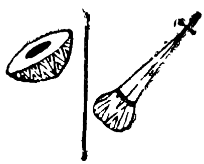
থাকতাম ঐ চরণে মিশে॥

পেতাম যদি এমন বৈদ্য

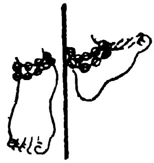
মনের বেয়াধ্য

সেরে দিত সেই মানুষে।

লেগে চরণের জ্যোতি
জ্ঞানের মতি
সদয় হয়ে উঠতো ভেসে ॥
দীনহীন পাঞ্জর উক্তি
চরণ-রতি
পান করিতাম ঘরে বসে।
বাঁচতাম শমনের হাতে,
অন্তিমেতে
সদয় হতেন গুরু এসে ॥



গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?
তোর অতিথ গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন।
কারে প্রণাম করবি মন ?
গুরু যে তোর বরণডালা,
গুরু যে তোর মরণ-জ্বালা,
গুরু যে তোর হৃদয়-ব্যথা
যে ঝরায় দু'নয়ন।
কারে প্রণাম করবি মন ?



গুরু, সু-ভাব দাও আমার মনে

তোমায় যেন ভুলিনে ॥

গুরু, তুমি নিদয় যার প্রতি

ও তার সদায় ঘটে দুর্মতি

তুমি মন-রথের সারথি

যথা লও যাই সেখানে ॥

গুরু, তুমি তন্ত্রের তন্তরী

গুরু, তুমি মন্ত্রের মন্তরী

গুরু, তুমি যন্ত্রের যন্তরী

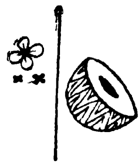
না বাজাও বাজবে কেনে ॥

আমার জন্ম-অন্ধ মন-নয়ন

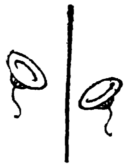
গুরু, তুমি দাও সচেতন

চরণ দেখবো আশায় কয় লালন

জ্ঞান-অজ্ঞান দাও নয়নে ॥



গৌর প্রেম অথাই আমি ঝাঁপ দিয়েছি তায়।
এখন আমার প্রাণ বাঁচাবার কি করি উপায়॥
ইন্দ্রবারি শাসিত করে
উজান ভাঁটা বইতে পারে
সেভাব আমার নাই অন্তরে
কোট সাধি কথায়॥
একে সে প্রেম-নদীর জলে
থাই মেলে না নোঙর ফেলে
বেহুঁশারে নাইতে গেলে
কাম-কুমীরে খায়॥
গৌর প্রেমের এমনি লেঠা
আসতে কাটা যেতে কাটা
না বুঝে মুড়ালাম মাথা
অধীন লালন কয়॥



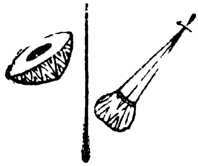
চিনে নে রাং কি সোনা।
কতজন কত ভাবে, তারে ভাবে,
ভাবে রে তার লেনা-দেনা।
সে যে সব ভাবাতীত, ভাব-অতীত,
ভাব-ব্যতীত লাভ হবে না॥

নিশিতে আঁখি খুলে শশীর কোলে
অরূপের রূপ দেখে নে না।
হারালে শশীর কিরণ, হারাবি ধন,
ভোর হ'লে সে আর রবে না॥

দীনহীন পুণ্যে বলে, আলোক জ্বেলে
পলকে সে রূপ দেখে নে না।
শ্রীগুরুর কৃপা বিনে অন্ধজনে
সে রূপ নজরে দেখতে পায় না॥

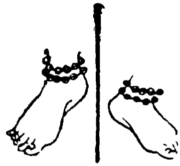


চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধূলা আর মাটি,
প্রাণ-রসনায় দেখ রে চাইখ্যা রসের সাঁই খাঁটি।
রূপের রসেব ফুল ফুট্যা যায়,
মরম সূতা কই ?
বাইরে বাজে সাঁইয়ের বাঁশী
আমি শুইন্যা আকুল হই।
আমার মিলন-মালা হইল নারে
আমি লাজে পথ হাঁটি ॥
আমি চলি দূর আর দূর
তবু সমান শুনি সুর
কতদূর আর যাবি বান্দা,
সবই সাঁইয়ে পুর।
আরে যে-ই সমুদ্র সে-ই দরিয়া,
সে-ই ঘাটের ঘাটী ॥

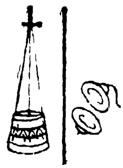


জাগলে ঘরে হবে না চুরি, ও মন বেপারী।
ছয় জন ডাকাত আইস্যা
লুইট্যা যে নেয় তেরেচুরী
জাগলে হবে না চুরি
ও মন-বেপারী॥
মহাজনে পুঁজি দিয়ে
দিল ভবে ভাসাইয়া
আইলা তুমি হইয়া বেপারী।
ব্যাপারেরও নাই দিশা
সোনার দরে কিনলে সীসা,
নপ্‌ছ রাজার সৈন্য-সেনা
বাড়াইল চল্লিশগুণ দেনা,
ও তুমি সব ডুবাইলা কাম সাগরের পারে,
ও মন-বেপারী॥
কাম-সাগরে জ্বলছে এক সোনা-পুরী
সেই পুরীতে যাবে যারা
জ্যান্ত মরা হবে তারা
মরা মুখে কিসের বাহাদুরী।
ও মন-বেপারী॥

টেনে চল উজান গুণ।
নইলে নৌকা ভাটার টানে হয়ে যাবে খুন॥
টান শীঘ্র ভাটা এল
নৌকা বালিচরে প'ল,
ছয় চোরেতে চুরি করে নিবে মূলধন॥
টেনে যাও ত্রিবেনীর ঘাটে,
মন নৌকা খুঁটা এঁটে।
ঠিক রাখিও নাহি ছুটে নিরিখ-নিরূপণ।
টানো ওরে ছয় গুণরি
ভব-নদীর বিষম পাড়ি
মন-মাঝি হাল সোজা রাখ উঠিল পবন॥
টেনে হাল সোজা করো।
এল্লেল্লার বৈঠা মারো,
ছয় গুণরি আড়াআড়ি করে জ্বালাতন॥
চলে উল্ হায়াত নদী
নৌকা নূর মোহাম্মদী।
রসীদ সেই নৌকায় উঠে
পারে যায় এখন॥

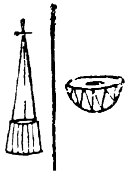


ঠিক রাখবি যদি সাধের ঘর
ভবের হাটে খুঁজে দেখে ভাল এক ঘরামি ধর ॥
অনুরাগের আড়া কর।
আল্লার নামে খুঁটি আড়
রূপের পেলা মার
খড়ি-ঝট্‌কা কি করবে তোর—
মহামুখে বসত কর ॥
ধর রে ঘরামির চরণ,
হৃদ্‌পদ্মে কর ধারণ চিন্তা নাহি আর।
দুষ্ট যত আপন হবে।
কেউ রবে না পর ॥
পঞ্চবাণের ছিলে ধ'রে
ক্ষান্ত কর কাম-অসুরে
মাল যাবে না আর।
ঘরামিকে স্বামী ক'রে মহাসুখে বিলাস কর ॥
ঘরের মালেক মটকায় আছে।
মনুরায় তাহারি কাছে
রাখ হুঁসিয়ার,
হীরুচাঁদ কয় পাঞ্জ যাবি চরণ ধরে ভব পার ॥



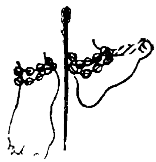
ডাকে করুণ স্বরে, পাখীর হ'ল কি ?
একে ঘোর রাতি, মাঝে নদী, দুপারে দু'পাখী।
একটি পাখী ডেকে বলে, ভেসে যায় সে নয়ন জলে
আমি তোমা বিনে এ ঘোর রাতে, কেমন প্রাণ রাখি॥
আর এক পাখী বলে তারে, বিনাইয়ে উচ্চস্বরে
হায়রে এখনও যে নিশি বাকি, চেয়ে দেখ সখী,
তুমি যদি উড় এখন, আমায় পাবে না আর যাবে জীবন,
তাই বলি নিশি পোহাইলে দুয়ে হবে দেখা দেখি॥
কাঙ্গাল কেঁদে বলে আবার
কবে নিশি প্রভাত হবে আমার,
গিয়ে নদীর পারে মিলবে তবে আত্মা চকাচকি॥

তরিতে সে কাম-সাগরে
রসিকে কি ভয় করে।
আছে যার করুণ-আঁটা
পার হইতে কিসের লেঠা,
রসিক জনার বান্ধা বৈঠা
তরঙ্গে কি ছান্দ ছিঁড়ে ॥
প্রেমতারে যার মন বান্ধা
তার কি আছে কোন ধান্ধা।
কাম-উর্মিতে তার কি করে ॥
ঈশান কয়, প্রেমের জোরে
পার হইয়া যাও ওপারে
মদন ঝড়-তুফান তুললে পরে
অমনি তরী তল করে ॥

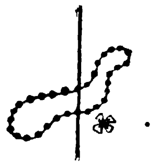


ডাকলে যারে দেয় না সাড়া,
কাজ কি ডেকে আয়।
সে যে শুনবে আমার মরমের কথা
কি দেখে তা জানা যায়॥
কেমন গঠন, কেমন বর্ণ তার
কেউ তো কিছু বলতে নারে
বিশেষ সমাচার ;
তবু কতজনে কত বলেই
শুনে আমার হাসি পায়॥
জন্মাবধি দেখি নাই যারে
বল দেখি তার অস্তি নাস্তি
জানব কেমন করে ?
দেখি সবাই তারে ধরবার তরে
অন্ধকারে হাত বাড়ায়॥
কেউ বা বলে স্বর্গে তার থানা,
কেউ বলে সে কোথায় থাকে
যায় না কো জানা,
শুনে আমার মনে লাগলো ধাঁধা
পাঁচ জনাকার পাঁচ কথায়॥

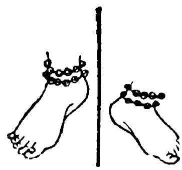
কেউ বা তারে পাবার আশে
করে সাধন-ভজন তীর্থভ্রমণ
রয় উপবাসে।
কেউ বা পরে গেরুয়া বসন
কেউ বা নিরামিষ্য খায়॥
তারে আল্লারসুল বলে মুসলমান
খৃষ্টানে কয় যীশুখৃষ্ট, হিন্দু ভগবান;
ওসে একজনাই সকলই বটে
সন্দেহ কি আছে তায়॥
দেখলাম মনে বিচার করিয়ে,
আছেন আপনি হরি বিরাট রূপে
সাকার সাজীয়ে;
ও সে কি বা সিন্ধু, কি বা বিন্দু,
তার ভিতরেই শোভা পায়॥
দাস গোবিন্দ বলে, গোলক জাতিমান,
তুই বাজার বুঝে কইবি কথা
হবি রে সাবধান।
সাচ্ কহে তো মাবে লাঠি,
ঝুটাতে জগৎ ভুলায়॥



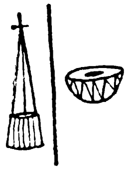
তীর্থে গিয়ে কি ফল পাবি মন এমন।
যদি তীর্থে যাবে আগে তবে কর রে তার আয়োজন॥
মা তোর ঘুমায়ে ঘরে, ওরে চিনলি না তারে
সে মা জাগিলে তীর্থে বল কি ফল ধরে।
তীর্থে যাবে যদি যথাবিধি মাকে কররে চেতন॥
মা থাকলে ঘুমায়ে লোকে তীর্থে গিয়ে
অনর্থ কিনিয়ে আনে অর্থ দিয়ে।
জাগলে সে জননী কুলকুণ্ডলিনী তীর্থে কিবা প্রয়োজন॥
কাঙ্গাল বলে কাতরে, মা যে আপন ঘরে ঘুমায়ে আছে মূলাধারে—
তিনি জাগলে পরে আপন ঘরে সব তীর্থ হয় দরশন॥



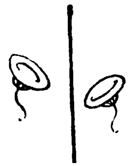
তুই তারে ধরবি কেমন করে।
বেদবিধির উপর বসে আছে সে
সপ্ততলার 'পরে ॥
বড় নিগুম ঘরে বসে আছেন সাঁই,
সেথা চন্দ্র সূর্যের অধিকার নাই
ও তার আপন রূপে আলো করে,
বসেছে মন্দিরে ॥
(ও) তার হস্ত নাই—ধরিতে পারে
নয়ন নাই—দেখে সবারে
চরণ নাই—চলিতে পারে
যেথা মনে করে ॥
জানে চক্রভেদী শিক্ষা যারা,
ধরলে ধরতে পারে তারা,
চণ্ডী বলে, ও পাষণ্ড তুই
গেলি না সে ঘরে ॥



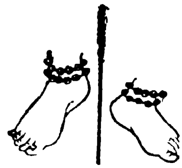
তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই, চলতে না পাই—
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে ॥
ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়াই,
ওরে তাতেই যদি জগৎ পুড়াই,
তবে অভেদ-সাধন মর্‌লো ভেদে ॥
ওবে প্রেমদুয়ারে নানান তালা—
পুরাণ, কোরাণ, তসবী মালা,—
হায় গুরু, এই বিষম জ্বালা,
কাঁইন্দ্যা মদন মরে খেদে ॥



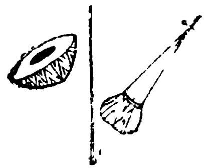
তোর মন যদি তুই না চিনিস
তবে পরকে চিনবি বল কেমনে।
পরকে চিনে আপন কর,
পর আপন হবে সুমনে ॥
পরকে চিনতে বাঞ্ছা কর,
আত্মতত্ত্বে সেরে ধর
বাহিরকে ভিতরে পুর।
তবে চিনবি সহজ আর জনে ॥
দেখবি নিগম মানুষ চোখে,
থাকবি ঐ মানুষের সুখে,
পড়বি না আর ভব-কূপে
মন দিবি রাঙা চরণে ॥
কালাচাঁদ পাগলে বলে
শুনেছি সুধারায় মেলে,
গুরুকৃপা না হলে
ভক্তিশূন্য আমার মিলবে কেনে ॥



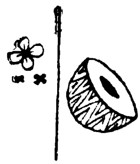
দয়াল দরদী, কাঙাল এলো তোমার দ্বারে।
অক্ষয় ভাণ্ডার তোমার, কেউ যাবে না ফিরে॥
সর্বধনের দাতা তুমি ত্রিমহী মণ্ডলে,
বিনা মাঙ্গায় কত ধন দিয়াছিলে মোরে।
এখন আর কোন ধন চাই না, গুরু
চরণ দাও আমারে॥
কুলের বাহির হলাম আমি চরণ পাব বলে,
কত মহাপাপীরে দিলে চরণ তাই এসেছি শুনে।
দাঁড়ালাম দরজায় এসে স্কন্ধে ঝুলি নিয়ে॥
দাও কি না দাও রাঙা চরণ, বেলা গেল চলে ;
দাতার চেয়ে বখিল ভাল, উড়ুক জবাব দিলে।
পাঞ্জ বলে, জবাব পেলে যাই আমি চুপ মেরে



দিনে দিনে হ'ল আমার দিন আখেরি।
আমি ছিলাম কোথায় এলাম কোথা
আবার যাবো কোথায় সদায় ভেবে মরি ॥
বসত করি দিবা রাতে
ষোলজন বোম্বেটের সাথে
আমায় যেতে দেয় না সরল পথে
আমায় বাজে কাজে করে দাগাগিরি ॥
বাল্যকাল খেলায় গেল
যুবকাল কলঙ্ক হ'ল
আবার বৃদ্ধকাল সামনে এল
মহাকালে করলে অধিকারী ॥
যে আশায় ভবে আসা
তাতে হ'ল ভগ্নদশা
লালন বলে, হায় কি দশা
আমার উজাইতে ভেটেন প'ল তরী ॥



দিল-দরিয়ার মাঝে উঠেছে আজব কারখানা।
ডুবলে কত রত্ন পাবি ভাসলে পরে পাবি না॥
মাঝে মাঝে জাহাজ গেছে
দাঁড়ি-মাঝি ছয়জন আছে,
নয়জনা তার গুণ টানিছে
হাল ধরিছে একজনা॥
ধারে ধারে বাগান আছে
নানাজাতি ফুল ফুটেছে,
সৌরভে জগৎ মেতেছে
আমার নামা মাতলো না॥
দরিয়াতে ফুল ফুটেছে
তাতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব রয়েছে
তিনকে যে এক করেছে তার কিসেব ভাবনা॥
অনুরাগে যে বসে আছে
দিলের খবর সেই রেখেছে,
মনকে সে ঠিক করেছে, করছে হরির সাধনা॥
বাউল ক্ষেপাচাঁদ ভণে
চাকুরে যাবি কোন সাধনে
ধর গা গুরুর শ্রীচরণে, নইলে যাওয়া হবে না॥



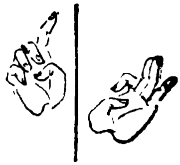
দিল দরিয়ার মাঝে দেখলাম আজব কারখানা ।
দেহের মাঝে বাড়ী আছে,
সেই বাড়ীতে চোর লেগেছে,
ছয়জনাতে সিঁদ কাটিছে, চুরি করে একজনা ॥
দেহের মাঝে বাগান আছে,
নানা জাতির ফুল ফুটেছে,
ফুলের সৌরভে জগৎ মেতেছে,
কেবল লালনের প্রাণ মাতল না ॥

৬৮

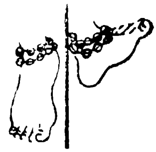
দীনের ভাব যেদিন উদয় হবে।
সেইদিনে মন ঘোর অন্ধকার ঘুচে যাবে ॥
মণিহারা ফণীর মতন,
তেমনি ভাব রাগের করণ
অরুণ বসন ধারণ,
বিভূতি বিভূষণ লবে ॥
ভাবশূন্য হৃদয়ের মাঝার,
মুখে পড়ো কালাম আল্লার,
তাইতে কি মন হবি তারণ
ভেবেছো এবার ॥
অঙ্গে ধারণ করো রে-হাল,
হৃদয়ে জ্বালো প্রেমের মশাল,
দুইগুণ হইবে উজ্জ্বল
মুরশিদ-বস্তু দেখতে পাবে ॥
হাদিসে লিখেছে প্রমাণ,
আপনার আপনি সে জান্,
কিরূপে সে কোথা হতে কহিছে জবান
না ক'রলে মন সে সব দিশে ॥



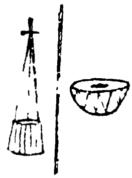
তরীকের মঞ্জিলে বসে,
তিনেতে তিন আছে মিশে,
ভাবুক হইলে জানতে পারে।
একের জুতে তিনটি লক্ষণ,
তিনের ঘরে আছে রে ধন
তিনের মর্ম সাধিলে হয়
সেরূপ দরশন॥
সাঁই সিরাজের হক্কের চরণ
ভেবে কহে ফকির লালন,
কথায় কি তার হয় আচরণ
খাঁটি হও মন দীনের ভাবে॥



দেখনা এবার আপনারো ঘর ঠাওরিয়ে।
আঁখির কোথায় পাখির বাসা যায় আসে হাতের কাছ দিয়ে।
ঘরে সবে তো পাখি একটা
তায় সহস্র কুঠরী কোঠা
আছে আড়া পাতিয়ে ও তার নিগুমে ভার
মূল একটি ঘর অচিন হয় সেথা যেয়ে ॥
ঘরের আয়না আঁটা চৌপাশে
মাঝখানে পাখি বসে আছে
আনন্দিত হয়ে।
তোরা দেখনা রে ভাই ধরার জো নাই
সামান্য হাত বাড়ায়ে ॥
পাখি দেখতে যদি সাধ করো।
সন্ধানী চিনে ধর
দিবে দেখায়ে।
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমায়
বুঝাতে দিন যায় বয়ে ॥



দ্বিদলে হয় বারামখানা
চতুর্দলে সাঁই বিরাজ করে, মৃণালে হয় সদর থানা ॥
দ্বাদশ দল ঐ হৃদ্‌মন্দিরে,
অষ্টদল মানুষের সবোবরে,
ষোলদলে কথা বলে
ডাকলে অমনি যায় গো শুনা ॥
গুরুমুখের পদ্মবাক্য
হৃদয়ে করো না ঐক্য,
তবে আত্মা হবে শুদ্ধ,
পূরবে মনেরো বাসনা ॥
চাঁদ-চকোরে যুগল খেলে
নীরের সঙ্গে নূর চলে,
শাহা এরফান বলে, লালপদ্ম পেলে
ভজলে হবে কাঁচা সোনা ॥



দেহে কাম থাকিতে, সময়েতে
রসের ভিয়ান কর।
তোর কাম-অনলে, রস জ্বাল দিলে
তরল রস হবে গাঢ়॥
রসের কথা বলি তোকে
কাঁচা রস তোর যাবে টকে,
জারণ-মরণ করো তাকে
মন ঠিক রেখে নাড়চাড়।
দেখ কাম হ'তে হয় রস-আবর্ত্তন,
হয় কাম হতে প্রেম-অঙ্কুর॥
প্রেম-খোলায় রস চাপিয়ে
জ্বাল দিবে খুব হুঁসার হয়ে
উথলে যেন যায় না পড়ে
তাহলে শুধু হবে কর্মসার।
যদি সু-তাকে পাক নামাবি রে
স্ব-সুখ-বাসনা ছাড়॥
করবে মন ভিয়ানদারি
বেচাকেনা হবে ভারী

ষোল আনা বজায় করি'

যদি ব্যবসা করতে পার।

তবে মদনকে স্ববশে রাখ

হবে ভিয়ানে মজবুত বড় ॥

রসিক ময়রার সঙ্গ ধ'রে

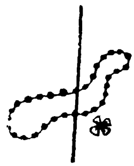
রসের ভিয়ান জান গে যা রে,

গোঁসাই গুরুচাঁদ কয়, রাধাশ্যামরে

আমার এই বাক্য ধর—

এবার ব্রজের ভাবের ভিয়ান ক'রে

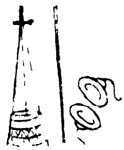
মধুরত্ব লাভ কর ॥



ধন্য আমি—বাঁশীতে তোর
আপন মুখের ফুঁক,
এক বাজনে ফুরাই যদি
নাইরে কোনো দুখ।
ত্রিলোক ধামে তোমার বাঁশী,
আমি তোমার ফুঁক॥
ভালমন্দ রন্ধ্রে বাজি
বাজি নিশুইত রাত।
ফাগুন বাজি, শাওন বাজি
তোমার মনের সাথ॥
একেবারেই ফুরাই যদি,
কোনো দুঃখ নাই।
এমন সুরে গেলাম বাইজ্যা
আর কি আমি চাই॥



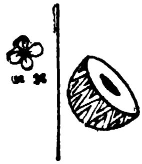
ধন্য আশকী জনা এ দীন দুনিয়ায়।
আশকী জোরে গগনের চাঁদ পাতালে নামায়॥
সুই ছিদ্দিরে চালায় হাতী
বিনে তেলে জ্বালায় বাতি
আশকে বলিস আল্লা
আবার আগু হয়েছে॥
মাশুকের যে হয় আশকী,
খুলে যায় তার দিব্য আঁখি
নফস আল্লা নফস নবী
দেখবি অনায়াসে॥
মুরশিদের হুকুম মান
দায়েমী নামাজ জান
রসুলের যে ফরমান
লালই তাই রচে॥



ধন্য মায়ের নিমাই ছেলে।
এমন বয়সে নিমাই ঘর ছেড়ে ফকিরি নিলে ॥
ধন্য রে ভারতী যিনি
সোনার অঙ্গে দেয় কোপিনী
শিখাইল হরির ধ্বনি
করেতে করঙ্গ নিলে ॥
ধন্য পিতা বলি তারি
ঠাকুর জগন্নাথ মিশ্রী
যার ঘরে গৌরাঙ্গ হরি
মানুষ-রূপে জন্মাইলে ॥
ধন্য রে নদীয়াবাসী
হেরিল গৌরাঙ্গ-শশী
যে বলে সে জীব সন্ন্যাসী
লালন কয় সে ফেরে প'লে ॥

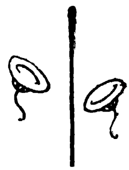


ধ্যানে যারে পায় না মহামুনি,
ফেরে অচিন চাঁদ মোর মীনরূপ ধরিয়ে পানি ॥
জগৎ-জোড়া মীন সে হিরে
খেলছে মন-সরোবরে
দেখতে সাধ হয় গো তারে
দেখ ধরে রসিক সন্ধানী ॥
নদীর গভীরে থাকে নির্জন
করিতে হয় নীর অন্বেষণ
যোগ পেলে ভাটি উজান
ধায় আপনি ॥
যোগ বুঝে মীন পড়ে ধরা
জানতে পায় সে যোগী যারা
কঠিন সে বন্ধন করা
লালন তাতে খেলে চুবুনি ॥



ধিক্ ধিক মন তোমারে, বলবো কিরে,
কাচ নিলি কাঞ্চন করে।
তোমার থাকতে নয়ন, ফেলে রতন,
যতন কর ঝুট পাথরে ॥
কত লাল জহর-মণি
হীরে চুণী
আছে ঘরের মাঝারে।
তুমি তো তাও চেন না,
হয়ে কাণা
বেড়াও কেবল ঘুরে ঘুরে ॥
আপনাকে আপনি ভুলে,
গোলে মালে
পড়ে গেলে বিষম ফেরে।
তুমি বুঝলে না ভুল
হয়ে বাতুল
মূল খোয়ালে হেলা করে ॥
কোমরে কাস্তে গুঁজে,
বেড়াও খুঁজে
মাঠে মাঠে কিসের তরে।

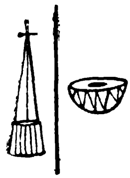
একবার দেখলি না মন
হয়ে চেতন,
হেলা করে রূপের ঘরে ॥
আমার মত বুদ্ধি হত
দেখতে না পাই ত্রিসংসারে।
গোঁসাই কুবীর বলে, যদুবিন্দু,
প্রাণ হারালি চিন্তা-জ্বরে ॥



নয়ন আমি মেলুম না
যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে।
তোরা গন্ধে আমায় বল বলরে শ্রবণে ॥
তোরা বলগো প্রাণে বল শ্রবণে
তোর বন্ধু এসেছে পূব গগনে ॥
কমল মেলে কি আঁখি
তার সঙ্গী না দেখি
তারে অরুণ এসে দিলে দোলা রাতের শয়নে।
নয়ন আমি মেলুম না
যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে ॥



নয়ন যাচা যে জন তারে আনিস না ঘরে
পরাণ যাচা রতন তারে লওগো লও বরে।
(আমি) দুয়ার খুলি সেই জনারে
(যারে) চোখে না যায় দেখা
(আমি) কতই কি পাই সবই হারাই
তবে গো না হয় শিখা
(আমার) যতই বান্ধন, ততই কান্দন
এই কপালে লিখা।
যাওয়ার যেরে ছাইড়া দেরে রাখিস না ধরে ॥
বাইরে ঘরে যে জন ভরে তারে লও যাইচা
বসতে তারে আসন দেরে সকল ধন বেইচা।



না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে।
কথায় যদি ফলে কৃষি তবে বীজ কেন রোপে॥
গুড় বললে কি মুখ মিঠা হয়
দীপ না জ্বাললে আঁধার কি যায়
তেমনি জেনো হরি বলায়
হরি কি পাবে॥
রাজায় পৌরুষ করে
জমির কর সে বাঁচে না রে
তেমনি সাঁইর একবারী কাজ রে
পৌরুষে ছাড়বে॥
গুরু ধর খোদকে চেনো
সাঁইর আইন আমলে আনো
লালন বলে, তবে মন
সাঁই তোরে নিবে॥

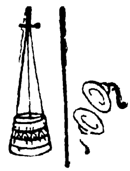


না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আশমানে।
চাঁদ রয়েছে চাঁদে ঘেরা ঘরের ঈশান কোণে ॥

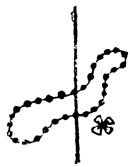
প্রথমে চাঁদ উদয় দক্ষিণে,
কৃষ্ণপক্ষে অধো হয় বামে
আবার দেখি শুক্লপক্ষে
কিরূপে যায় দক্ষিণে ॥

খুঁজিলে আপন ঘরখানা,
পাইবে সকল ঠিকানা
বার মাসে চব্বিশ পক্ষ
অধর-ধরা তার সনে ॥

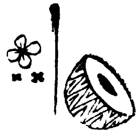
স্বর্গ-চন্দ্র দেহ-চন্দ্র হয়
তাহাতে ভিন্ন কিছুই নয়
ঐ চাঁদ ধরিলে সে চাঁদ মেলে
ফকির লালন কয় তাই নির্জনে ॥



নারীর এত মান ভালো নয় ও রাই কিশোরী।
যত সাধে শ্যাম, আরো মান বাড়াও ভারী ॥
ধন্য তোর বুকের জোর
কাঁদাও জগত ঈশ্বর
ক'রে মান জারি।
ইহার প্রতিশোধ দিবেন সে হরি ॥
তবে বুঝলাম দড়
শ্যাম হতে মান বড়
হ'লো তোমারি।
থাকো থাকো রাই দেখবো সব ভারিভুরি ॥
দেখেছো কে কোথায়
পুরুষকে নারীর পায় ধরায়
কোন্ নারী।
রাগে কয় বিন্দে লালন কি জানে তারি ॥



নাহি কর্ম উপাসনা
ও সে নিষ্কামী হয়ে রয়েছে।
ত্যজ্য করে ধর্মাধর্ম
বেদবিধি কৃত কর্ম
পাপপুণ্য—জ্ঞানশূন্য
ও সে নির্বেদ হয়ে বসে আছে॥



নিগূঢ় লীলা রসিক জানে
সে যে অধিকারী হয় ভজনে।
অবতারে হয় কাণ্ডারী জীবের নিস্তার-কারণে ॥
দয়া কর নিমাই রূপী
আর আছ হজরত-নবী,
নিমাই-হজরত একে ভিন্ন ছবি,
সাঁই একা একেশ্বর।
কাহে বিন্দু কাহে মোছলমান
মিলজল হও, মন, সাঁই-সেবনে ॥
কেহ পুরুষ, কেহ প্রকৃতি
সর্বঘটে সাঁইএর বসতি,
করছে খেলা রসবতি
দেখি জগৎময়।
একদিকে হয় ব্রহ্মার সৃষ্টি
একদিকে প্রেম সাধু জানে ॥
গুরু দেহে করো স্থিতি
যদি হয় মন নিষ্ঠারতি
শুদ্ধ ভক্তি অহৈতুকী
মূঢ় পাঞ্জর ঘটবে কেনে ॥

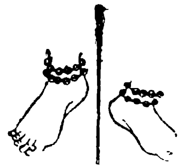


পরাণ আমার স্রোতের দীয়া
আমায় ভাসাইলা কোন ঘাটে।
আগে আন্ধার, পাছে আন্ধার, আন্ধার নিসুইৎ ঢালা।
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা।
তার তলেতে কেবল চলে নিসুইৎ রাতের ধারা,
সাথের সাথি চলে বাতি নাইগো কূল-কিনারা॥

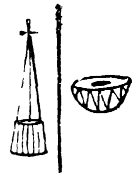
পরশ পেয়ে সোনা হব সাধ ছিল মনে।
হ'লো না, তা তো হ'লো না,
কেবল তাঁবার মিশাল জন্যে ॥
স্থান গুণে গঙ্গার জল,
পাত্রগুণে ধরে ফল,
জেতের গুণে স্বভাব যায় জানা।
ভেক-ভ্রমরে কমল বনে,
কমলের স্বভাব ভ্রমরে জানে,
ভ্রমর করে মধুপান,
ভেক থাকে অজ্ঞান,
জেনে শুনে মধু খায় না কেনে ॥
কে জানে হরিনামের মহিমে,
শিলা ভাসে ঘোর তুফানে,
সেথায় পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি,
বোবায় বলে হরি,
খঞ্জ নৃত্য করে হরি-সংকীর্তনে ॥

নিম্ববৃক্ষ শতভারে
যদি দুগ্ধ দিয়ে রোপণ করে,
তবু স্বভাব ছাড়িতে নারে।
গোঁসাই হরি পদ্ময় বলে
স্বভাব যায় না মলে ;
স্বভাব না ছাড়িলে
ভাবের মুকুল হবে কেনে ॥

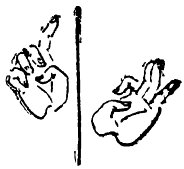
পাগল পাগল সবাই বলে
তবে কেন পাগল-খোঁটা।
দিল-দরিয়ায় ডুব দিয়ে দেখ,
পাগল বিনে ভাল কেটা॥
কেউ-বা ধনে কেউ-বা জনে
কেউ পাগল অভাবের টানে,
কেউ-বা রূপে, কেউ-বা রসে,
কেউ বা পাগল ভালবেসে,
কেউ-বা পাগল কাঁদে হাসে
ঐ পাগলামির বড় ঘটা॥
সবে বলে পাগল পাগল,
পাগলামি কি গাছের ফল ?
তুচ্ছ করি' আসল-নকল,
সমান সকল তিতা-মিঠা॥



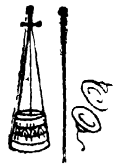
পিরিতি অমূল্য নিধি।
বিশেষ বিশ্বাস মতে কারো হয় যদি॥
এক পীরিতি শক্তি পদে
মজেছিল চণ্ডী-চাঁদে
জানলে সে ভাব মন্‌কে বেঁধে
ঘুচে যেতো পথের বিবাদী॥
এক পীরিতি ভবানীর সনে
মজেছিল পঞ্চাননে
রহিল ত্রিভুবনে কিঞ্চিৎ ধ্যানে
মহাদেব সিদ্ধি॥
এক পীরিতি রাধার অঙ্গ
পরশিয়ে শ্যাম গৌরাঙ্গ
কর লালন এমনি সঙ্গ
কহে সিরাজ সাঁই নিরবধি॥



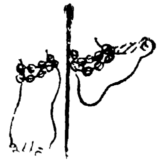
প্রেম জান না প্রেমের হাটে বোলাবোলা।
ও তার কথায় দেখি ব্রহ্ম-আলাপ
মনে গলদ ষোলকলা॥
বেশ করে সে বোষ্টমগিরি,
রস নাহি তার গুমোর ভারি,
হরিনামের ঢু ঢু তারি,
তিন গাছি তার জপের মালা॥
খাঁদা-বাঁধা ভূত বালানি,
সেইটে বটে গণ্য জানি,
ও তোর সাধুর হাটের ঘুসঘুসানি,
প্রেমগুণে পাও জ্বালা॥
তার মন মেতেছে মদন-রসে
সদাই থাকে সেই আবেশে,
লালন বলে, মিছে মিছে
লব-লবানি প্রেম-উতলা॥



প্রেম সুখদ্বার, কৃষ্ণ-রসাকাব
রসনাতে তার কর আস্বাদন।
সে যে যোগাযোগ-স্থলে মৃণলে-পথে চলে,
সহজ কমলে সুধা বরিষণ॥
সর্বঘটে বটে পটে পটুস্থিতি,
শক্তি তত্ত্বগুণে আসল মূরতি।
শৃঙ্গার-অঙ্কার ধরে সাধ্য কার,
ঐ যে স্বরতি-সঞ্চার নবীন মদন॥
আদ্য সুখমাধ্য, বাধ্য কারুর নয়,
ইন্দু চিন্দুগতি সদা বিরাজয়,
জীবে নাহি জানে সাধু সন্ত বেনে,
রসপানে জানে তারা অমৃত সেবন॥
মন আত্মা বপু যত রিপুচয়,
দেহান্দ্রিয় সবাই তাহাতে মিশায়।
তাদের ব্রজপ্রাপ্তি দেহ, তৃপ্ত হয় জীবন॥
কাম, প্রেম, রতি হবে একঠাঁই,
সুখ-দুঃখ-আদি তথায় কিছু নাই,
নির্মল সে পথে হাউড়ে চায় যেতে
ঐ শক্তি আত্মশক্তি হ'লে যায় দর্শন॥

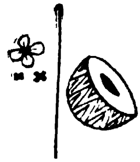


ফের প'লো তোর ফিকিরিতে।
যে ঘাটেতে মারো ফিকির-ফাকার
ডুবে ম'লি সেই ঘাটেতে ॥
ফিকির ছিল এক নাচাড়ি
অধর ধরে দিতাম বেড়ি
পস্তানি খোলা দোয়াড়ি
তাই দেখে রেখেছি পেতে ॥
না জেনে ফিকির আঁটা
শিরেতে পাড়ালেম জটা
সার হ'ল ভাঙ-ধুতরো ঘোঁটা
ভজন-সাধন সব চুলাতে ॥
ফকিরি ফিকিরি করা
হইতে হবে জ্যান্তে মরা
লালন ফকির লেংটি-এড়া
আঁট বসে না কোনমতে ॥

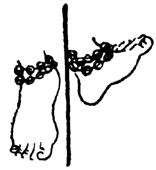


বাঁকা মনকে করতে নারলাম সোজা।
কেন বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা ॥
হিসাব দিতে দেখবি একদিন মজা।
বলেছিলে সাধুজনা, ভক্তিলেশ নাই এককণা
গুরুবাক্য ঐক্য হয় না,
ভজন সাধন করলি বাঁশের গোজা ॥
দেহের রিপু ছয়জনা মন তোর কথা কেউ শুনে না
লুটলে তোর মহল থানা,
হ'ল তারা তোদের দেশের রাজা ॥
কুল হারায়ে খবরদারি বাইরে কয় ফক্কিকারি।
বেদের বেরাল ব্যাপারী প্যাঁচা হয়ে
বাঙ্গা সোনার খাঁচা ॥

বিরজার প্রেম-নদীতে যে জন ডুবেছে
ও সে অটল-মানুষ রতন পেয়েছে।
সাধারণী আর সমঞ্জসা,
সমর্থা প্রেম কুটিল বড়,
নাই তার ভরসা।
ইহার তিন মানুষের কবিলে আশা
হবে তার নিরাশা,
জেনে লও এক মানুষ বসে আছে॥
ভাবের মানুষ রয়েছে তিনজন,
প্রেমের মানুষ ছয়জন খেলে শুন বিবরণ।
উল্টা কাল যে চলে উজান
জেন সেই ত আপন,
বস পাবি তুই তার কাছে॥
ত্রিবেণী হয় নাভি-কমলে,
তাহার মধ্যে ডুবতে পারলে
অধর চাঁদ মেলে।
গোঁসাই রামলাল এসব ভেবে বলে,
যেন যাসনে ভুলে গোপাল
তোর দেহের মধ্যে সব আছে॥

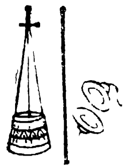


বেদে কি তার মর্ম জানে।
যে রূপে সাঁইর লীলা-খেলা
আছে এই দেহ-ভুবনে ॥
পঞ্চতত্ত্ব বেদের বিচার,
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার,
মানুষ-তত্ত্ব ভজনের সার
বেদ ছাড়া বৈরাগ্যের মনে ॥
গোলে হরি বললে কি হয়,
নিগূঢ় তত্ত্ব নিরালা পায়,
নীরে ক্ষীরে যুগলে বয়,
সাঁইর বারামখানা সেইখানে ॥
পড়িলে কি পায় পদার্থ,
আত্মতত্ত্বে যারা ভ্রান্ত,
লালন বলে, সাধু মোহান্ত,
সিদ্ধি হয় আপনারে বিনে ॥



বিরলে বল রে মন কোন মহাজন
করলে এমন বিরামখানা।
গড়ছে পাঁচ মশলা (ভোলা মন) সপ্ততালায়
উপর তালায় কি কারখানা॥
ভিতরে মিলান করে, খিলান ধরে,
দিয়েছে দশ দিকে টানা।
ঘিরেছে এক চাদরে (ভোলা মন) ত্যাখ সদরে,
কারিকরের কি গুণপণা॥
সদরে এক দরজা, রাস্তা সোজা,
যায় যত যায় আর ফেরে না।
দুধারে, (ভোলা মন) আছে দ্বারী
পাহারায় বত্রিশ জনা॥
দরজার উপরেতে, দিনে রেতে
করছে সদায় আনাগোনা।
দুই পাশে দুই জালা (ভোলা মন) নীচে নালা
উপর তলায় শ্যাম নিশানা॥
কোথায় কে পড়ে থাকে নহবতখানা।
রং বেরং করেছে হল, (ভোলা মন) মাঝখানে হল,
আয়না মহল এই দেখ না॥

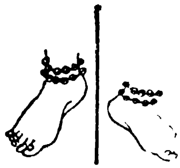
জলের কল জায়গায়, আপনি যোগায়
করে সময় বিবেচনা।
অন্তরে গ্যাসের আলো (ভোলা মন)
জ্বলছে ভালো, দেখছে কত অন্ধ কাণা ॥
উপরে চোর কুঠুরী, ঠাকুর পুরী
দেখুক যেরূপ যার বাসনা।
দীন বাউল ঠাকুরের, (ভোলা মন) সেবা করে
সুখে করে কাল যাপনা ॥



ব্রহ্মকারা আনন্দধারা সহস্রারে দীপ্তাকার।
তাতে ব্রহ্ম-ক্ষেত্র নিত্যভূমি, আনন্দময় সুধার ধার ॥
আছে ত্রিকোণরূপে মহাযন্ত্র, বিম্ব-চাপ চমৎকার।
তাহে পুরুষ-নারী রূপ-মাধুরী শম্ভু-অম্বু বিন্দু পার ॥
হংস-তত্ত্ব, সাধন-তত্ত্ব সোহং তত্ত্ব সাধ্য তার।
তাতে নাড়ীমূলে ত্রিশূল ফেলে, শিবের আসন চমৎকার ॥
কি মা-শক্তি রক্তবরণ, অতুলন রূপ-প্রচার।
আছে পুরুষরতন শুভ্রবরণ, যোগাযোগে কর্ণধার।
হাউড়ে ডেকে বলে, সেই কমলে গ'লে যাওয়া সন্ধি তার ॥



ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে জাতের বিচার নাই ॥
শুদ্ধ ভক্তি মাতোয়ালা
জাতিতে যে কবীর জোলা
ধরেছে সে ব্রজের কালা
সর্বস্বধন তাই ॥
রামদাস মুচি ভবের মাঝে
ভক্তির বল সদাই তার যে
(ও তার) সেবায় স্বর্গে ঘণ্টা বাজে
শুনি সাধুর ঠাঁই ॥
এক চাঁদে হয় জগৎ আলো
এক বীজে সব জন্ম হ'ল
ফকির লালন বলে, মিছে কল' (= কলহ)
ভবে শুনতে পাই ॥



ভবে একেরই খেলা, একেরই খেলা

আহা মরি মরি কি কারখানা।

একই আলোক আকাশে

দিন প্রকাশে

এক বাতাস বই প্রাণ বাঁচে না॥

একই তাপের বলে

একই জলে

চলছে জগৎ তা দেখনা॥ (আহা মরি)

যে বলে ধরা চলে

অস্তাচলে

সবাই চলে তা জান না।

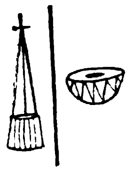
ওরে সেই একই বলে

শূন্যে বলে

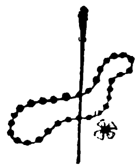
শশীতারায় পথ ভোলে না॥

এইরূপে একে একে
দেখ চোখে
জগতের যত রচনা।
ও সে সকলই এক
করেছেন এক
আজব পুরুষ তায় চিনলে না॥
সবেই তো দেখরে এক,
ভজ আর এক,
কেনরে ভাই, তাই বল না।
দীন বলে এসরে ভাই
সবাই মিলে
করি সেই একের ভজনা॥
ভবঘুরের তরী রে ভাই সেই একজনা॥

ভাঙা ঘরে টিকবে কি রে রসের মানুষ আর।
আমার ঘর হয়েছে অনাচার॥
দৈবমায়া ঘটে যার সনে,
নারিকেলের জল কোথা আসে যায়
কে-বা তা জানে।
যেমন গুটিপোকায় গুটি বাঁধে রে,
আপনার মবণ করে সার॥
ছ'টি ইঁদুর কাটুর কুটুর কাটছে আমার ঘর।
(ও তার) চৌদিকে হাওয়া ঢুকে আলগা নয় দুয়ার,
তীর ধরে নীর ছেঁচতে গেলে
ঝরণা বেয়ে হয় পাথার॥
সঙ্গে একটা বিষম সাপিনী,
মনের সাধে দুগ্ধ দিয়ে পুষলাম কালফণী,
তার নিঃশ্বাসে বয় বিষের ধোঁয়া রে,
সে আমায় খায় কি রাখে ভাবছি সার॥
গোঁসাই হরি বলে, ও পোদো নচ্ছার,
মূলে চুরি করলি রে গোঁয়ার।
ও তোর মস্তকে দংশেছে ফণী,
আমার তাগা বাঁধা হ'লো সার॥



ভাবের উদয় যে দিন হবে।
সেদিন হৃদ্-কমলে রূপ ঝলক দিবে॥
শতদল সহস্রদল
একরূপে করেছে আলো
সে রূপে যে নয়ন দিল
মহাকাল শমন তার কি করিবে॥
ভাবশূন্য হইলে হৃদয়
বেদ পড়িলে কি ফল দেয়
ভাবের ভাবে থাকলে সদায়
গুপ্ত ব্যক্ত না জানা যাবে॥
অ-দৃষ্ট সাধনা করা
যেমন আঁধার ঘরে সর্প ধরা
লালন বলে, ভাবুক যারা
ভাবের বাতি জ্বেলে সে চরণ পাবে॥



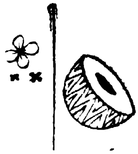
ভেবে ত দেখে না কেউ
কত যে ঢেউ,
উঠছে সদা দিল্‌-দরিয়ায় ॥
কখন হ'য়ে রাজা,
মারে মজা
মনেতে মন মন-কলা খায়।
কখন বাদ্‌শা উজীর
কোটাল নাজীর,
আবার ফকির হয়ে ঘুরে বেড়ায় ॥
কখন ধনের জাঙ্গাল,
কখন কাঙ্গাল
অট্টালিকা বৃক্ষতলায়।
ওরে তার মনের মাঝে
হাসি কান্না
ঘরকন্না, এই সমুদায় ॥

ওরে মনে কথা
যেথা সেথা
বল্লে আবার লোকে ক্ষেপায়।
এ পাগল কে নয় রে ভাই,
মনের কথা বল্লে সবাই,
তা জানা যায়॥
কাঙ্গাল কয়, যে জন মোরে
পাগল করে
মনের কপাট ভেঙ্গে ফেলায়।
যদি সেই পাগল করা
পড়ে ধরা
তবে সফল পাগল হওয়ায়॥

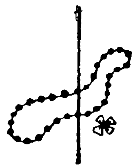
মন-পাখী, বিরাগী হয়ে ঘুরে মর না।
ভবে আসা যাওয়া কি যন্ত্রণা, তা কি জান না॥
আছে দশ ইন্দ্রিয়, রিপু ছয় জনা।
খুব হুঁসিয়ারে থেকো, তাদের কথায় ভুল না॥
তারা কুহক দিয়ে হৃদয়ে বসে, লুটিবে ষোল আনা।
আমার সুখের পাখী, সুখের ঘর কর না॥
নূতন ঘর বান্ধিয়া তাতে, বসত্ করলে না।
ভবে আত্মা তত্ত্ব পরম তত্ত্ব, সার কর উপাসনা॥



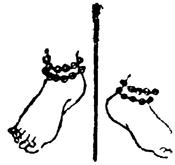
মধুর দিল-দরিয়ায় যে জন ডুবেছে।
সে না খবরে জবর হয়েছে ॥
অগ্নি যৈছে ভস্মে ঢাকা
অমৃত গরলে মাখা
সেইরূপ আছে রসিক সুজন
ডুবাইয়ে মন তার অন্বেষণ পেয়েছে ॥
যে স্তনের দুধ শিশুতে খায়
জেঁাকে, মুখ লাগিলে সেথা রক্ত পায়,
অধমে উত্তম উত্তমে অধম
যে যেমন তাই দেখতেছে ॥
দুগ্ধে জলে মিশলে যেমন
হংসরাজ করে ভক্ষণ
সেই দুগ্ধ বেছে ॥



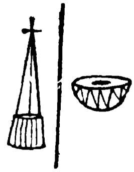
মন, তোর আপন বলতে কে আছে।
তুমি কার কাঁদায় কাঁদো মিছে॥
সারা নিশি দেখ মনুরায়
নানান পক্ষী এক বৃক্ষে রয়।
খাবার বেলায় কে কারে কয়
দেহ-প্রাণ তেমনি সে যে॥
থাক সে ভবের ভাই-বেরাদর
প্রাণ-পাখী সে নয় আপনার,
পরের মায়ায় মজিয়ে এবার
প্রাপ্ত-ধন হারায় পাছে॥
মিছে মায়ায় মদ খেও না,
প্রাপ্ত-পথ ভুলে যেও না
এবার গেলে আর হবে না,
পড়বি হায় যুগের পিছে॥
আসতে একা আলি রে মন,
যেতে একা যাবি ত মন
সিরাজ সাঁই বলেরে, লালন,
তুমি কার নাচায় নাচো মিছে॥



মনরে তুই বিষম কাণা গেলো জানা
সুধা ফেলে গরল খেলি।
হলি যত নষ্ট তত ভ্রষ্ট
এ কূল ও কূল সব খোয়ালি ॥
পেয়ে এই পরশমণি রত্নখানি
যতন করে না রাখিলি।
কি বলে সোনা ফেলে অবহেলে
আঁচলে কাঁচ বেঁধে নিলি ॥
ভাবো না দিবানিশি ঘরে বসি
মন-মাঝে বনমালী।
গৌরের এই ভাবনা পাছে কাণা
বিষয় বনে করে কেলি।
সাধের মিনতি যত হবে হত
রবে ভূমে সকল ভুলি ॥

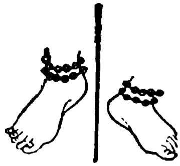


মনে প্রাণে নয়নে
তিনে ঐক্য যার হবে,
দেখ লক্ষ্য বেঁধার মত লক্ষ্য
ব্রহ্মরূপ সে দেখতে পাবে ॥
পুরকেতে বায়ু যার চলে,
অধঃ উর্ধ্ব গতিবিধি যায় দলে দলে
ঐ যে হাওয়ার সনে গেলে পরে
মূলে ফুলে মিলিবে ॥
মৃণাল হাওয়ার গতি
ত্রিগুণ-ধারিণী শক্তি যথায় বসতি,
তারে জাগালে যোগনিদ্রা সাধ্যধন বাধ্য হয়।
তবে দ্বার পারাপার দান দামোদরে
উর্দ্ধেতে হইবে গতি দ্বিদল পরে
তবে হবে দৃষ্ট প্রণব পুষ্ট ঘুচবে কষ্ট তাই ভেবে ॥
লাল জরদ সবুজ আর সাদা
রকম রকম দেখবি সে রঙ বলি সর্বদা।
ঐ যে চাঁদের সুধা পদ্মের মধু সাধনে মধু খাবে ॥
হাউড়ে বলে স্বরূপ অন্তরে, খেলছে সেরূপ নেহারের ঘরে।
যে জন একবার দেখে, উপর চোখে, অন্ধকার তার ঘুচিবে ॥



মনের মানুষ পাইলাম না, মনে মনে ভাবছি গো তাই।
আমার মনের দুখ্‌খু মনে রইল মনে মনে ভাবছি তাই ॥
বন পোড়া যায় সবাই দেখে
মনের আগুন কেউ না দেখে
আমি কার ছায়াতে প্রাণ জুড়াই ॥
কি সাধনে পাইব তারে
যে আমার জীবনের ধন রে
আমি সেই আশাতেই ঘুরে বেড়াই ॥
দরগা-মসজিদ সব ঘুইরাছি
মোল্লা-মুন্সী সব জিগাইছি
আমি কোনখানে তারে বা পাই ॥
মিঞাজান ফকিরে কয়
তোর ঘরের কোণায় বসে রয়
তুই হয়ে দিনের কাণা
রাত দিওয়ানা
দেখলি না রে তাই।
মনের দুখ্‌খু মনে রইল মনে মনে ভাবছি তাই ॥

ম'লে ঈশ্বর-প্রাপ্ত হবে কেন বলে।
সেই সে কথার পাইনে বিচার
কারো-কাছে শুধালে ॥
ম'লে হয় ঈশ্বর-প্রাপ্ত
সাধু অসাধু সমস্ত
তবে কেন জপ তপ এত
করে রে জল-স্থলে ॥
যে পক্ষে পঞ্চভূত হয়
ম'লে তা যদি তাতে মিশায়
ঈশ্বর-অংশ ঈশ্বরে যায়
স্বর্গ-নরক কার মেলে ॥
জীবের এই শরীরে
ঈশ্বর-অংশ বলি কারে
লালন বলে, চিনলে তারে
মরার ফল তা যায় ফলে ॥



মানব-দেহেতে, কি মতে অধঃ উর্ধ্বে দু'টি পদ্ম হয়।
শুনি ভানু-সংযোগেতে পদ্ম, প্রস্থান হ'লে মুদিত রয়॥
ও সে কোন্ পদ্মে হয় কৃষ্ণ পক্ষ,
বল কোন্ পদ্মে হয় শুক্ল পক্ষ,
আবার কোন্ পদ্মে হয় পূর্ণ মোক্ষ,
তাই ভেঙ্গে বল আমায়॥
বল কোন্ পদ্মে হয় আসা-যাওয়া,
কোন্ পদ্মে হয় দিয়া-নিয়া,
আবার কোন্ পদ্মে হয় খাসা মেওয়া
কোন্ পদ্মেতে স্বরূপ রয়॥
বল কোন্ পদ্মে পাত্র হয় দীক্ষে,
কোন্ পদ্মে পাত্রী হয় শিক্ষে,
আর কোন্ পদ্মেতে দিব্যচক্ষে,
দীক্ষা-শিক্ষা জানা যায়॥
কাঙ্গাল চণ্ডীদাসের এই মিনতি,
ওগো সাধু গুরু সবার প্রতি,
আমি মূঢ় মতি, নাই শক্তি
কি দিব আর পরিচয়॥

মানুষ অবিশ্বাসে পাইনে রে সে মানুষ-নিধি।
এই মানুষে মিলতো মানুষ চিনতাম যদি ॥

অধর চাঁদের যতই খেলা
সর্ব উত্তম মানুষ-লীলা
না বুঝে মন হলি ভোলা
মানুষ বিরদি ॥

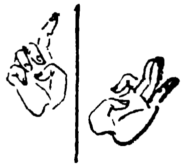
যে অঙ্গেব অবয়ব মানুষ
জানো না রে মন বেহুঁশ
মানুষ ছাড়া নয় সে মানুষ
অনাদির আদি ॥

দেখে মানুষ চিনলাম নাবে
চিরদিন মায়ারো ঘোরে
লালন বলে, এ দিন পরে
কি হবে গতি ॥

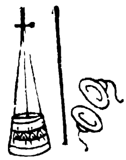


মানুষ-রতন করো যতন অযতনে পাবি না।
সেই মানুষের সঙ্গ নিলে
বরণ হবে কাঁচা সোনা ॥
এই মানুষে মানুষ আছে,
কারণ ধরে নাও গো বেছে
অটল মানুষ যে ধরেছে
তার কি আছে তুলনা ॥
খেলছে মানুষ বাঁকা নলে
দুলছে মানুষ হৃদকমলে,
অটল মানুষ উজান চলে
দ্বিদলে তার যায় গো জানা ॥
মানুষ রসের রসিক যারা
মানুষ চিনে ভজে তারা,
তারা সব ক্ষ্যাপার পারা
কারও কথা শোনে না ॥
সেই মানুষের আজব কথা
শুনে ঘুরে যায় গো মাথা,
গোঁসাই হরি বলছে পোদো
মনের মানুষ চিনে নে না ॥

মানুষ লুকাইল কোন শহরে।
এবার মানুষ খুঁজে পাইনে গো তারে॥
ব্রজ ছেড়ে নদেয় এলো,
তার পূর্বান্তরে খবর ছিল,
এবে নদে ছেড়ে কোথা গেল,
যে জান বল মোরে॥
স্বরূপে সেই রূপ দেখা
যেমন চাঁদের আভা
এমনি মতো থেকে কোথা
প্রভু ক্ষণেক ক্ষণেক আভাস দেয় রে
কেউ বলে তার নিজ ভজন,
করে নিজ দেশে গমন,
মনে মনে ভাবে লালন,
এবার নিজ দেশ বলি কারে॥

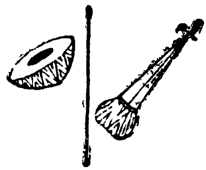


যত সব কাণার হাটবাজার।
পণ্ডিত কাণা অহংকারে
সাধু কাণা অভিচারে
হায়রে, কাণায় কাণায় যুক্তি করে
যেতে চায় রে ভবের পার ॥
কেউ বা হয়ে দিনে কাণা
পরের দোষে দিচ্ছে হানা
রাতকাণা কেউ শুয়ে শুয়ে
ঘুমের ঘোরে দেয় বাহার ॥
কাণায় বলে ওরে কাণা
আমার পথে চলে আয় না
আচ্ছা মরি বাবুয়ানা
তোর পথে কি আছে সার।
যত সব কাণার হাট বাজার ॥



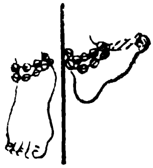
মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে মন এ জগতে।
যে নাম মরণ হরে
তাপিত অঙ্গ শীতল করে
ভব-বন্ধন দূরে যায় রে
জপ ঐ নাম দিবারাতে ॥
মুরশিদের চরণ-সুধা
পান করিলে যাবে ক্ষুধা,
যেই মুরশিদ সেই খোদা
বোঝ 'অলিয়ম মরশেদা'
আয়েৎ লেখা কোরাণেতে ॥
আপনি খোদা আপনি নবী
আপনি সেই আদম সফি,
অনন্তরূপ ক'রে ধারণ
কে বোঝে তার নিরাকরণ
নিরাকার হাকিম নির্জন
মুরশিদ-রূপ ভজন-পথে ॥

কুল্লে শাইন শহীন আরো
আলাকুল্লে শাইন কাদীর
পড়ো কালাম নেমাজ করো
তবে সব জানিতে পারো
কেনে লালন ফাঁকে ফেরো
ফকিরী নাম পড়াও মিথ্যে ॥



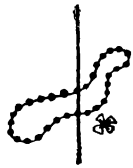
যদি সাধ কর সাধনে।
নিক্তি ধরে টোকা মেরে তিন কাঁটা কর সমানে॥
ও তার বিন্দু-বিসর্গ হ'লে
ভজন যাবে রসাতলে
গুরু ত্যাগী তারে বলে,
প্রাপ্ত ধন যায় ভজন বিনে॥
সে মানুষ রসাবৃত্তি ল'য়ে
উদয় হয় গুপ্ত আলয়ে
পদাশ্রিত হ'য়ে তারি সাধ মনে মনে॥
সাধনের করণ ভারি
সাধন নয়, ভারিভুরি।
আহা মরি যে জানে সেই জানে॥
চণ্ডীদাস আর রজকিনী জেনেছিল দুইজনে
তারা সাধন গুণে কৃষ্ণধনে প্রাপ্ত হ'ল বৃন্দাবনে॥

তোমার নাই জমায় বুদ্ধি
কেবলি খরচ-বৃদ্ধি
করলে সাধন সিদ্ধান্ত না জেনে।
গোঁসাই অটল বলে, গেলি ভুলে
দিন-কাণা তুই নারাণে।
এবার বিষ হারায়ে, ঢোঁড়া হয়ে
হিস্ হিস্ করে মরিস কেনে॥

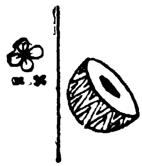


যার হয়েছে মহাব্যাধি,
কি করবে তার সামান্য জ্বরে।
সাগরে শয়ন যার,
শিশিরে কি সে ডরে ॥
যাহার প্রেম বিরহ-দুঃখ,
দূরে আছে স্বকীয় সুখ,
সে না পায় মানসিক দুঃখ
যে ভেসেছে দুঃখ-সাগরে ॥
যার চিন্তামণির চিন্তা প্রবল,
কুচিন্তা সকল রসাতল,
শ্রীগুরুর চরণ করে সম্বল,
রূপ দেখে অন্ধকারে ॥
যার ভিতরে জ্বলছে আগুন,
হাওয়া পেয়ে জ্বলে দ্বিগুণ,
গুণ পুড়ায়ে হয় নির্গুণ,
রয় না বেদের আচারে ॥

যার হিয়ার জ্ঞান-দীপের বাতি
জ্বলে সমান দিবারাতি,
শুভাশুভে নাই তার মতি,
যুগল-রীতি নেহারে ॥
গোঁসাই প্রসন্ন নিপুণ ভারি,
দেহ-তরীর সেই কাণ্ডারী,
ভজিয়ে কিশোর-কিশোরী
তরী-জন্ম সফল করে ॥

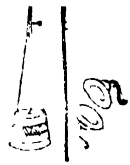


যাবে আমি ডাকি দয়াল বলে,
আছে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড উপরে নিত্যকমলে ॥
আছে মানুষ অতি গোপনে
চন্দ্র সূর্যের কিরণ নাই সেখানে,
ও সে অটল বিহারীর কিরণ আসে দ্বিদলে ॥
আছে অধর নাম ধরে,
জীবের সাধ্য কি ধরে তাহারে,
রূপের কিরণ মিলে ভাগ্যফলে গুরুর দয়া হ'লে ॥
দেখলে জ্বালা যায় গো দূরে,
চরণ ধরলে যাবে কর্ম-ফাঁদ কেটে।
অখিল গুরু কল্পতরু চরণ কিসে মিলে ॥
যোগেশ্বরীর মহাযোগে
সে রূপ কিরণ আসে পাতালে।
ও সেই শুভযোগ যদি মিলে কেঁদে পাঞ্জ বলে ॥

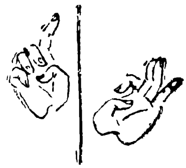


যে জন দেখেছে অটল রূপের বিহার,
মুখে বলুক কিবা না বলুক সে
থাকলে ওই নেহার ॥
নয়নে রূপ না দেখতে পায়,
নাম-মন্ত্র জপিলে কি হয়,
নামের তুল্য নাম পাওয়া যায়,
রূপের তুল্য কার ॥
নেহারায় গোলমাল হ'লে,
পড়বি মন কু-জনার ভোলে,
আখেরে গুরু বলে ধরবি কারে
তরঙ্গ-মাঝার ॥
স্বরূপ-রূপের রূপের ভেলা
ত্রি-জগতে করছে খেলা
ফকির লালন বলে, মনরে ভোলা
কোলে ঘোর তোমার ॥

যে জন প্রেমের ভাব জানে না
তার সঙ্গে কিসের লেনা-দেনা ॥
কাণা চোরে চুরি করে,
ঘর থাকতে সিঁদ দেয় পগারে,
শুধু বেগার খেটে মরে,
কাণার ভাগ্যে ধন মিলে না ॥
কাণা বিড়াল লোভী হয়ে
দধি বলে কাপাস খেয়ে
গলায় বেধে ছটফট করে
শেষে যে তার প্রাণ বাঁচে না ॥
নিম্ববৃক্ষ করে রোপণ
শতভার দুগ্ধ সিঞ্চন—
তবু কি তার স্বভাব যায় দূরে ?
ভিতরে মিঠা ঢুকতে পায় না ॥
উলূকের হয় ঊর্দ্ধ নয়ন
সে দেখে না সূর্যের কিরণ,
দেখ, পিঁপড়ে পায় চিনির মর্ম,
রসিক হলে যাবে জানা ॥



যেদিন ডিম্বভরে ভেসেছিলেন সাঁই।
সেদিন কে হ'লো তার সঙ্গী কাহারে শুধাই ॥
পয়ার রূপ ধরিয়ে সে
দেখা দিল ঢেউতে ভেসে
কি নাম তাহার পাইনে দিশে
আগম ইসারায় বলে কহে তাই ॥
সৃষ্টি না করিল যখন
কে ছিল তার আগে তখন
শুনতে অ-সম ভাব সে বচন
একের কুদরতে দুজনে তারাই ॥
তারে না চিনিতে পারি
অধর কেমনে ধরি,
লালন বলে সেই যে নূরী
খোদার ছোট নবীর বড় কেহ কয় ॥

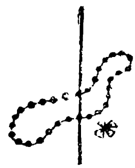


যে জন ভব-নদীর ভাব জেনেছে,
তার কিসের ভয় আছে।
ও সে ভাঁটার সময় ভেটেয় না রে
জোয়ারে গুণ ধরে দিয়েছে ॥
দিনের বেলা জোয়ার এলে
ব'সে থাকে নদীর কূলে,
যায় না তার কাছে।
হ'লে নিশিযোগে চাঁদের উদয়
ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে নিয়েছে ॥
ভব-নদীর অকূল পাথার,
জলের ভঙ্গী কি চমৎকার।
তিনটি ধারা আছে।
তার এক ধারার জল অতি সরল,
তিন ধারায় এক পাক পড়েছে ॥

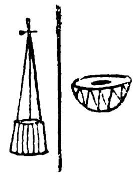
যে চেনে সে ত্রিবেণীর ধার
প্রেমানন্দে দিচ্ছে সাঁতার।
তার বিপদের ভয় কি আছে।
ও সে পাঁকাল মাছের মত
পাঁকের মধ্যে ফাঁক পেয়েছে॥
ফটিক বলে, রসিফ যারা,
ভাব জেনে ঝাঁপ দিচ্ছে তারা,
বিপদ নাই তার কাছে।
ও সে স্বরূপেতে রূপ মিশায়ে
মনের মানুষ বলে কাঁদতেছে॥



যে রূপে সাঁই আছে মানুষে।
রসের রসিক না হ'লে কি পাবে তার দিশে ॥
বিধি তাই বেদ পড়ে সদায়
আসলে গোলমাল বাধায়
রসিক ভেয়ে ডুবে
হৃদয়-রতন পায় রসে ॥
তালার উপরে তালা,
তাহার ভিতরে কালা,
দেখা দেয় সে দিনের বেলা
রসেতে ভেসে ॥
লাকুমে আছে নূরী
সে কথা অকৈতব ভারি
লালন কয় তাঁর দ্বারের দ্বারী
আত্মমাতা সে ॥



যেতে সাধ হয় রে কাশী কর্ম-ফাঁসি বাধে গলায়।
আমি আর কতদিন ঘুরবো এমন নাগর-দোলায়॥
হলো রে একি দশা সর্বনাশা মনের ভেলায়।
ডুবলো ডিঙে নিশ্চয় বুঝি জন্মশালায়॥
বিধাতা দেয় বাজি কিবা মন পাজী
হয়ে ফেরে ফেলায়।
বাওনা বুঝে তাই তরণী ক্রমে তলায়॥
কলুর বলদ যেমন তাকে নয়ন পাকে চালায়।
অধীন লালন প'লো তেমনি পাকে হেলায় হেলায়॥



রঙমহলে সিঁদ কাটে সদায়
কোথায় সে চোরের বাড়ী।
পেলে তারে কয়েদ ক'রে
পায়ে দিতাম মন বেড়ী॥
সিঁদ-দরজায় চৌকিদার একজন
অহর্নিশি পাচ্ছে সে বেতন
কিরূপ তারে ভেল্কি মেরে
চুরি করে কোন্ ঘড়ি॥
ঘর বেড়িয়ে ষোলজন সেপাই
তার এক এক জনের গুণের সীমা নাই,
তারাও না পেল টের
কার হাতে দিব দড়ি॥
পিতৃধন আজ সব নিল চোরে
নেংটি-ঝাড়া করলো আমারে
লালন বলে, একই কালে
চোরের হ'লো কি আড়ি॥

রূপে যে দিয়েছে নয়ন।

যে জেনেছে ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে গুরুরূপে নিরঞ্জন।

জেনে শুনে সঁপেছে যে গুরু পদে দেহ মন॥

(তার) মন হয়েছে ফুলের জ্যোতি, মধুর রতি উপার্জন।

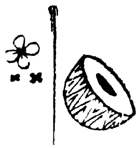
মধুর লোভে গুরু করে আত্মার সঙ্গে সম্মিলন॥

তার হৃদয়-মাঝে গুরু রাজা, গুরু প্রজা সর্বক্ষণ।

পূজা করে প্রাপ্তি করে নিত্য মধুর বৃন্দাবন॥

(সে) নিত্যসেবায় বর্ত থেকে করছে প্রেমের আস্বাদন।

সে যজ্ঞে অযোগ্য হ'য়ে অধীন পাঞ্জর যায় জীবন॥



রাখলে সাঁই কূপজল ক'রে

আন্দেলা পুকুরে ॥

হবে সজল বরষা

রেখেছি সেই ভরসা

আমার এই দশা যাবে

কতদিন পরে ॥

এবার যদি না পাই চরণ

আবার কি পড়ি ফেরে ॥

নদীর জল কূপজল হয়

বিলে রাওড়েতে রয়

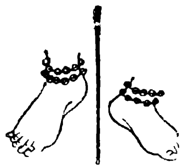
সাধ্য কি গঙ্গাতে যায়

গঙ্গা না এলে পরে ।

জীবের অমনি ভজেন ব্রহ্মা

তোমার দায় নাই যারে ॥

যন্ত্র পড়িয়ে অত্র রয় যদি
লক্ষ বৎসর যন্ত্রী বিহনে
যন্ত্র কভু না বাজতে পারে।
আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী
সু-বোল ধরাও মোরে॥
পতিতপাবন নামটি
শাস্ত্রে শুনেছি খাঁটি
পতিত না তরাও যদি
কে কবে এই নাম ধরে।
লালন বলে, তরাও গো সাঁই
এ ভব-কারাগারে॥



রূপের তুলনা রূপে।
ফণী মণি সৌদামিনী কি আর তার কাছে শোভে॥
যে দেখেছে সেই অটল রূপ,
বাক নাহি তার মেরেছে চুপ,
পার হল সে এ ভব কূপ,
রূপের মালা হৃদয়ে জপে॥
আমি বিদ্যে বুদ্ধিহানি
ভজন সাধন নাহি জানি
বলবো কি তার রূপ বাখানি।
মন-মোহিনীর মন যাতে কল্পে॥
বেদে নাই সে রূপের খবর
কেবল শুদ্ধ নামের বিভোর
সিরাজ সাঁই কয়, লালনে তোর
নিজ রূপে রূপ দেখ সংক্ষেপে॥

রে নিঠুর গরজী ;

তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে ?

তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে ?

দেখ না আমার পরম গুরু সাঁই,

সে যে যুগ যুগান্ত ফুটায় মুকুল

তার তাড়াহুড়া নাই,

তোর লোভ প্রচণ্ড,

তাই ভরসা দণ্ড

এর আছে কোন উপায়।

রে গরজী।

কয় যে মদন

শোন নিবেদন

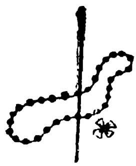
দিসনে বেদন

সেই শ্রীগুরুর মনে,

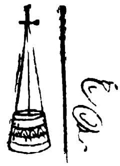
সহজ ধারা, আপন হারা

তার বাণী শুনে,

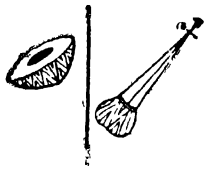
রে গরজী !



শুদ্ধ প্রেম রসের রসিক যে রে সাঁই।
পড়িলে শুনিলে কিরে তারে পাই ॥
রোজা পূজা করিলে আপনি
সুখের কার্য কি হবে তেমনি
মনে ভাব তাই ॥
ধ্যানী জ্ঞানী মুনিজনা
প্রেমের খাতায় সই পড়ে না,
প্রেম-পিরিতির উপাসনা
কোনও বেদে নাই ॥
প্রেমে পাপ কি পূণ্য হয় রে
চিত্রগুপ্ত লিখতে নারে,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোরে
তাই জানাই ॥

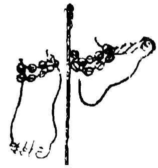


শূন্য ভবে একটি কমল
আছে কি সুন্দর।
নাই তার জলে গোড়া,
আকাশ জোড়া সমান ভাবে নিরন্তর॥
কমলের সহস্রেক দল,
যাতে বিরাজ করে সোনার মাণিক
কিবা সে উজ্জ্বল,
তারে যে জেনেছে, যেই পেয়েছে
সেই হয়েছে দিগম্বর॥
কমলের ডাঁটাতে কাঁটা,
আবার ছয়টি সাপে জড়িয়ে ধরে করেছে লেঠা,
কেবল পায় রে দেখা, যারা বোকা
সাপের ফণা ভয়ঙ্কর॥
ফিকির চাঁদ ফকিরে বলে,
সেই সাপকে ধরে বশ করেছে
যে জন কৌশলে,
কেবল সেই পেয়েছে নিজের কাছে
সোনার মাণিক মনোহর॥



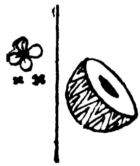
স্ত্রীরূপ-নদীতে এবার নাইতে নেবো না।
করি রে মানা, তথায় যেয়ো না
কাম-কুম্ভীরে ধরবে তোরে,
শেষে প্রাণে বাঁচবি না ॥
উদ্‌মুখে তরঙ্গে পড়ে, জন্মধারায় যাবি মরে,
টান মুখে টান, কে রক্ষা করে,
কুবলো তায় ভারি, ও তার পাকে পড়ি
যাবি কোটালের জলেতে ভেসে
আর দেশে যেতে পারবি না ॥
গুণ-টানা ওই গুণই ছেঁড়ে,
দমকা লেগে আছড়ে পড়ে,
বেদম হাওয়ায় বাদাম যায় ছিঁড়ে,
তিন দিন বারুণী, বারণ করিনি,
বারুণী-যোগেতে স্নানে পূর্ণ মনের বাসনা ॥
কোমর বেঁধে, এঁটে সেঁটে,
যেতে চাও সেই নদীর তটে,
ঘোলা জল তলায় ঢেউ ওঠে।

শোন সমাচার ভেসেছে পাহাড়,
কত ভরা-কিস্তি হ'লো নাস্তি
ডোবা মাল কেউ পেল না ॥
হাউড়ের কথা ভুবন-ছাড়া
যন্ত্রপদ্মে যন্ত্র ধরা,
মরা দেখে মরা যোগ করা।
কথা এই ধার্য অতি আশ্চর্য
সুখ নালেতে সুখের নিধি লুকানো
কেউ জানলে না ॥



সকলে সাধ্য-সাধন বলে,
সে কি মুখের কথায় মেলে।
যে জনা সাধন করে, সেই ত পারে,
পারে না অনুরাগ না হইলে॥
সে ত নয় মুখের কথা
আছে যার ভক্তি গাঁথা,
লাগে যার হৃদয়ে ব্যথা
মনের কথা সেই করে সাধনা।
ইন্দ্রিয়-বারি শাসন ক'রে
থাকে জোয়ার ধ'রে,
এবার ভাটির সময় খুব হুঁশিয়ারে
থাকতে হবে বাতি জ্বেলে॥
রূপ-রতি আশ্রয় কর,
মহারাগে বারি ধর,
অসাধ্যকে সাধ্য কর
নিরিখ ধর,
তবে যাবে পারে।

এবার দম রেখে আরোপের ঘরে,
থাক এক নেহারে,
যদি টলবে নয়ন, হবে মরণ,
আছে তার ঠিকানা দশম দলে ॥
নবদ্বারে কপাট মার,
স্বরূপ-সঙ্গে খেলা কর,
তিন রসের ওলা ধর,
তবে মানুষ ধর ;
এবার আগম-নিগম না জানিলে
ধরবে কেমন করে।
রাগের ঘোরে গোপাল বলে
কাজের কাজী না হইলে ॥



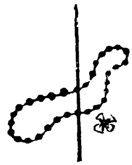
সময় গেলে রে ও মন সাধন হবে না।
দিন ধরিয়ে তিনের সাধন কেনে করলে না॥

জানো না মন খালে বিলে
মীন থাকে না জল শুকালে
কি হয় তারে ভাঙ্গাল দিলে
শুক্‌না মোহনা॥

অসময়ে কৃষি করে
মিছামিছি খেটে মরে
গাছ যদি হয় বীজের জোরে
ফল ধরে না॥

অমাবস্যা পূর্ণিমা হয়
মহাযোগ সেই দিনে উদয়।
লালন বলে, তারো সময়
দণ্ডে কর এ না॥

সেই কালাচাঁদ নদেয় এসেছে।
সে না বাজিয়ে বাঁশী ফিরতো সদায় ব্রজাঙ্গনার কুল-নাশে ॥
যদি মজবি ও কালার পীরিতি,
আগে জান্ গে উহার কেমন রীতি,
উওর প্রেম করা নয় প্রাণে মারা
অনুমানে বুঝিয়েছে ॥
যদি রাজ্যপদ ও পদে কেউ দেয়
তবুও কালার মন না পাওয়া যায়
রাধা বলে বাজে বাঁশী
এখন তারে কত কাঁদিয়েছে ॥
ও না ব্রজে ছিল জলদ কালো
না জানি কি সাধনে গৌর হ'লো
ফকির লালন বলে, চিহ্ন কেবল
দু'নয়ন বাঁকা আছে ॥

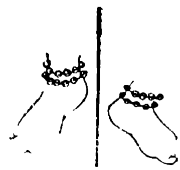


সহজ মানুষ আলেক লতা,
আলেকে বিরাজ করে,
বাহিরে খুঁজলে পাবি কোথা।
আলেকের প্রেমের কোলে
পেতেছে বাঁকা নলে
ত্রিবেণীর জল উজন চলে,
বহিছে সর্বদা ॥
আপনি চলে নলের সাথে,
সে নল কেউ নারে চিন্তে
চিন্তামণি চিন্তাদাতা ॥
আলেক দুনিয়ার বীজে
আলেক সাঁই বিরাজে,
আলেকে খবর নিচ্ছে
আলেকে কয় কথা ॥
আলেক-গাছে ফুল ফুটেছে
যার সৌরভে জগৎ মেতেছে
আলেক হয় গাছের গোড়া
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা ॥

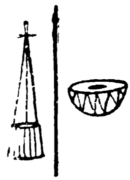
আলেক মানুষের রসে
সনাতন সদা ভাসে
বাউলে, তোর লাগল দিশে
যেতে নারবি সেথা ॥
তুমি সদাই বেড়াও রিপুর ঘোরে
মানুষ চিনবি কেমন করে।
যেদিন ধরবে তোরে—
মুগুর দিয়ে ছেঁচবে মাথা ॥



সাঁই কে বোঝে তোমার অপার লীলে।
তুমি আপনি আল্লা ডাকো আল্লা বলে ॥
নরাকারে তুমি নূরী
ছিলে ডিম্ব অবতারি
তুমি সাকারে স্বজন, গঠলে ত্রিভূবন
আকারে চমৎকার ভাব দেখালে ॥
নিরাকার নিগম ধ্বনি
সেও ত সত্য সবাই জানি,
তুমি আগমের কুল, দীনের রসুল
আবার আদমের ধড়ে জান হইলে ॥
আত্মতত্ত্ব জানে যারা,
নিগূঢ় লীলা দেখছে তারা,
ওসে নীরে নিরঞ্জন, অকৈতবের ধন,
লালন খুঁজে বেড়ায় বন-জঙ্গলে ॥



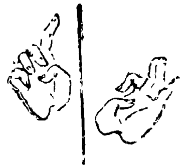
সাধন জেনে কবম কর, তবে হবে ফকিরি।
থাক ভাবেব বশে বসে মিশে, নিত্যধন বর্ত করি॥
ওরে পর পরেতে পরম বস্তু, চেতন থেকো তাই ধবি'।
যেন রসেব পাকে যাসনে বেঁকে, ধারাতে মরবি ঘুবি'॥
জলে কমল কমলে জল, আসছে সদা মূল ধরি'।
খেলছে পিতৃফুলে ব্রহ্মনালে, দশম দলে সেই বারি॥
নির্মল-সত্ত্বা কর আত্মা, স্ব-সুখসত্ত্বা ত্যাগ করি'।
মিছে সঙ সেজ না, ঢঙ করো না, ভজবে যদি শ্রীহবি॥
হাউড়ে বলে ভালোবাসি, হৃদয় শশী, সর্বদা পূর্ণ হেবি।
আছে আজ্ঞা পরে, সুধাধারে, রুদ্র-দ্বার ব্রহ্মপুরী॥



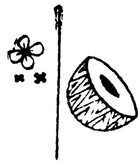
সাধন কর মানুষ ধরে,
সে মানুষ চিনলাম নারে
মনের অহঙ্কারে ॥
তোমরা দেখ রে যেই শ্রীচৈতন্য,
সে নয় কলিতে অবতীর্ণ,
সে নয় মানুষ ভিন্ন,
দেখ দেখ কোন্ মানুষ হৃদয়ে বসে
রূপের ঝলক মারে ॥
দেখ সহজ মানুষের এমনি ধারা,
সেই মানুষ ভাব-নেহারা—
এবার জেনে সেই মানুষ তত্ত্ব
হও গে তার অনুগত,
পাবি তুই পরমার্থ
তোর গুরুর দ্বারে ॥

দু'শো

দেখ, এই মানুষ মানুষের গুরু,
প্রেম দাতা কল্পতরু,
মানুষ জগৎ-গুরু।
এই মানুষের জন্যে
সদাই কেঁদে ফেরে ॥
ভেবে অধীন প্যারী বলে
কেন মন, রইলি ভুলে,
ও দিন যায় বিফলে।
ঠাকুর শম্ভুচাঁদ যদি
কাঙাল বলে দয়া করে ॥



সাধ্য কিরে আমার সে রূপ চিনিতে।
অহর্নিশি মায়া-ঠুলি জ্ঞান-চক্ষেতে ॥
ঘরের ঈশান কোণে হামেশ ঘোড়ি
সে-ই নড়ে কি আমি নড়ি
আমি আমায় হাতড়া পাড়ি
পাইনে দেখিতে ॥
আমি আর সে অচিন একজন
এক জায়গাতে থাকি দু'জন
ফাঁকে দেখি লক্ষ যোজন
চাইলে ধরিতে ॥
ধুড়ে হদ্দ মেনে আছি
এখন বসে খেদাই মাছি
লালন বলে মরে বাঁচি
কোন্ কাজেতে ॥



সে করণ সিদ্ধি করা সামান্য কাজ নয়।
গরল হইতে সুধা নিতে আত্যশে প্রাণ যায়॥

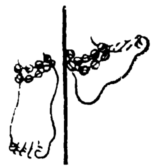
সর্পের কাছে নাচায় বেঙ্গা,
এতো বড় আজব রঙা
রসিক যদি হয় সে ঘোঙা
অমনি ধরে খায়।

ধন্বন্তরিব গুণ শিখিলে
সে কি হয় রূপের কালে
সে গুণ তার উল্‌টিয়ে ফেলে
মস্তকে দংশায়।

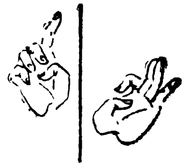
একান্ত সে অনুরাগী
জ্যান্তে-মরা ভয়-ত্যাগী
লালন কয়, সে রসিক যোগী
আমার কার্য নয়॥

সুখ-সাগরের ঘাটে ফুল ফোটে মাসে মাসে
শুভ যোগ না পেলে থাকে না ফুল খোয়ায়।
এসে যায় ভেসে, অন্বেষণ কেউ না পায়
জগতে কতই ফকির বৈষ্ণব আলেম ফাজেল,
ঘুরছে আশাতে ফুল যদি ধরত ফল।
তবে বাবার গৌরব থাকত না
তাইত এসে প্রবল হ'লেন মা।
বাবা হ'ত গোবরে পোকা, ফুলের মধু খেত না।
ছয়মাস অন্তে পুরুষের ফুল ওগো ফুটে
শোভা হয়েছে তবে কেন ফুল দরিয়ায় ভাসে।
শুভ যোগ পেলে ফুলের মোহর যায় এটে
পয়লা এক মাসের রক্তের দলা দ্বিতীয় মাসে হইল গোল
তেস্‌রা মাসে হাতের সঞ্চার চৌঠা মাসে চৌদ্দভুবন
পঞ্চম মাসে পাঞ্জর গঠন ষষ্ঠ মাসে হয় ছয়জন রিপু
বসিলেন সপ্ত দ্বারেতে

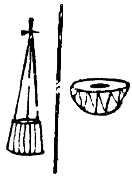
অষ্টম কুঠরীতে আল্লা গতে আট মাসে
নবম মাসে নবদ্বার দিয়েছে খুলে
দশমাসে দশজন রিপু-দশ বল যারে
দশ দিনের পর এল এ ভবে
ফকির মিঞাজান বলে সব ভুলের গুণা মাফ কর আগে।



সে তো এই ভাণ্ডে আছে
ব্রহ্মাণ্ড খুঁজলে পাবি কিরে ॥
বিশ্বেতে নাই ব্রহ্মাণ্ডে নাই,
বেদেতে নাই, বিধিতে নাই,
আছে নিরালে,
তার স্বরূপে মানুষ এসে
বিরাজ করে এই দেহপুরে ॥
আসমানে তার ভাবের গোলা,
সহজ বস্তু আছে তোলা
এই কথাটি বলতে গেলে
আর তো কিছু থাকে না রে ॥



সে প্রেম গুরু জানাও আমায়।
আমার মনের কৈতব-আদি যাতে ঘুচে যায়॥
দাসীকে আজ নিদয় হয়ো না,
দাও হে কিঞ্চিৎ প্রেম উপাসনা,
ব্রজের জলদ কালো গৌরাঙ্গ হলো কোন্ প্রেম সেধে।
সে বাঁকা শ্যামরায়॥
পুরুষ কোন্‌দিন সহজ ঘটে,
তাই জানলে সন্দ যায় মিটে,
তবে ত জানি প্রেমের করণি,
সহজে সহজে লেনা-দেনা হয়॥
কোন্ প্রেমে সব গোপীর দ্বারে,
কোন্ প্রেমে শ্যাম রাধার পায় ধরে,
বলো বুঝায়ে হে গুরু গোঁসাই
দীন অধীন লালন বিনয় করে কয়॥



সে প্রেম সামান্যেতে কি জানা যায়।
সে প্রেম সেধে গৌর শ্যামরায়॥
দেবের দেব পঞ্চাননে
জেনেছিল সেই একজনে,
শক্তি আসন বুকে দেয়,
সে মহাশয়॥
প্রেমী একজন চণ্ডীদাসে,
বিকালো রজকী-পাশে,
মরিয়ে জীবন সে,
দান পায়॥
ম'রে যদি ডুবতে পারে,
সে প্রেম গুরু জানায় তারে,
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোরে
তাই জানাই॥

সমাপ্ত